তোহফায়ে বাগদাদ

(বাগদাদবাসীদের জন্য একটি উপহার)



হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

তোহফায়ে বাগদাদ

(বাগদাদবাসীদের জন্য একটি উপহার)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

প্রকাশনায়
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পঞ্জাব

I

তোহফায়ে বাগদাদ

(বাগদাদবাসীদের জন্য একটি উপহার)

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
বঙ্গানুবাদ	ঃ	রফিকুল ইসলাম এম.এ. (বাংলা), মুরুব্বী সিলসিলাহ্
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব
সংস্করণ	ঃ	মার্চ, ২০২৩ (ভারত)
সংখ্যা	ঃ	৫০০
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	**:**	**Tohfa e Baghdad**
Author	**:**	**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) The Promised Messiah and Mahdi**
Translator	**:**	**Rafikul Islasm M.A.(Bangla), Murabbi Silsilah**
1st Edition	**:**	**March, 2023 (India)**
Copies	**:**	**500**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Isha'at, Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালামের আরবি ভাষায় 'তোহফায়ে বাগদাদ' (বাগদাদবাসীদের জন্য একটি উপহার) নামক অন্যন্য সাধারণ পুস্তকটি মহর্রম ১৩১১ হিজরী অর্থাৎ ১৮৯৩ সনের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাগদাদ নিবাসী সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক কাদরী হায়দ্রাবাদ দাকান হতে আরবি ভাষায় প্রেরিত ইস্তেহার ও পত্রের প্রত্যুত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই পুস্তকটি প্রণয়ন করে উক্ত ব্যক্তিসহ বাগদাদবাসী ও অন্যান্য সত্যানুসন্ধানীদের সত্য অনুধাবন ও সত্য গ্রহণের আহ্বান জানান। পুস্তকটির বাংলা অনুবাদের দূরহ কাজটি সম্পাদন করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম. এ (বাংলা) মুরুব্বি সিলসিলা বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান। কম্পোজ সহ পুস্তকটির সেটিংও অনুবাদক স্বয়ং করেছেন। প্রুফ রিডিং এবং রিভিউ করেছেন জনাব মওলানা আবু তাহের মন্ডল সদর রিভিউ কমিটি বাংলা, জনাব মওলানা সেখ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ, জনাব মওলানা জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে পুস্তকটির প্রথম বাংলা সংস্করণ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান হতে প্রকাশিত হচ্ছে।

পুস্তক প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানকারী সকল ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম প্রতিফল দান করুন এবং এর মুদ্রণ সার্বিকভাবে কল্যাণময় করুন। আমিন।

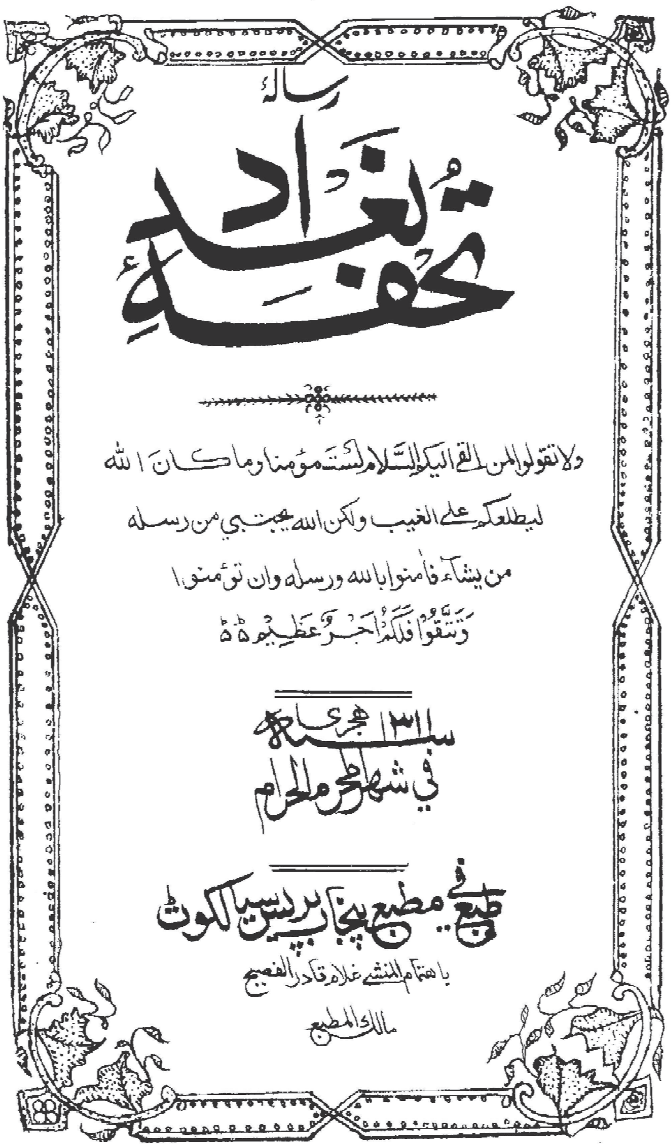
বিনীত

মার্চ ২০২৩

হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

টাইটেল বারাওঁল



উর্দু প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৮৯৩ খ্রি.

লেখক পরিচিতি



হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোওয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির

মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবি করেন যে, তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহ্‌মদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) 'র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.) পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

পুস্তক পরিচিতি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৩১১ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৩ সনের জুলাই মাসে এই পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য হল, সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক কাদরী বাগদাদী নামি এক ব্যক্তি হায়দ্রাবাদ দকান হতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে একটি ইস্তেহার ও আরবি ভাষায় রচিত একটি পত্র প্রেরণ করেন। যন্মধ্যে তিনি শরিয়ত পরিপন্থী দাবি ও এমন দাবিদারক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে 'ওয়াজিবুল কতল' এবং 'আত্ তাবলীগ' (পুস্তক) কে কুরআন বিরোধী বলে উল্লেখ করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উক্ত ইস্তেহার ও পত্রকে সদর্থক ভাবে গ্রহণ করে স্ব স্নেহে উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) স্বীয় প্রত্যাদিষ্টের দাবি, মসীহ্ নাসরী (আ.)'র মৃত্যুর প্রমাণ, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে ঐশী কথোপকথন ও মোজাদ্দিদের ধারা অব্যাহতের কথা উল্লেখ করে তাঁকে বলেন, এই পত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য হল, আপনি আপনার চিন্তাধারাকে সংশোধন করুন। প্রাঞ্জল ভাবে কোন বিষয় যদি আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় আমার কাছ থেকে জেনে নিন। তিনি (আ.) বলেন, মৌলবিদের কুফরী ফতোওয়া দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। আমার নিকট এসে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করুন; বাস্তবতা আপনার নিকট উন্মোচিত হবে। আপনি যদি দীর্ঘ যাত্রার ক্লিষ্টতা স্বীকার করতে অপারগ হন তাহলে আল্লাহ্তা'লার নিকট আমার সম্পর্কে এক সপ্তাহ ইস্তেখারা করুন। অতঃপর ইস্তেখারার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, ইস্তেখারা শুরু করার পূর্বে আমাকেও অবগত করুন। আমিও ওই সময় দোওয়া করব। এই পুস্তকের অন্তিমে তিনি (আ.) দু'টি আরবি কবিতা (কাসিদা) রচনা করেন।

(মওলানা জালাল উদ্দিন শামস্)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের। তাঁর মনোনিত বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। প্রশংসা ও সালাম নিবেদনের পর সুস্পষ্ট অবগতের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে, বর্তমানে হায়দ্রাবাদ দাকান হতে আমার নামে প্রেরিত সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক কাদরী বাগদাদী নামি এক ব্যক্তির একটি ইস্তেহার ও পত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এক মোমিন ভাইয়ের পক্ষ হতে প্রেরিত এই পত্র পড়ে আমার মনে হয়, তিনি আমাকে এমন ভয় দেখিয়েছেন ও ধমক দিয়েছেন যেমন এক প্রতাপশালী বাদশাহ্ কোন মুরতাদ, কাফের ও পাপীষ্ঠকে ধমক দিয়ে থাকেন। তিনি যেন আমাকে হত্যার জন্য তীক্ষ্ণ ও উন্মুক্ত তরবারি ধারণ করে রয়েছেন। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর অতর্কিতে হামলার ন্যায় তিনি আমার উপর হামলা চালান। তিনি রোষের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত ছিলেন ও ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল এবং আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেন। প্রজ্ঞার উপকরণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না আর না পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ। তিনি আমাকে কাফের আখ্যায়িত করেন, গালি দেন এবং কাফের ও মুরতাদের দলভুক্ত বলে মনে করেন। তাঁর অভিপ্সা হল, তিনি যেন অভিসম্পাতকারী ও হত্যাকারীদের মধ্যে প্রথম সারীতে থাকেন। তিনি বহু মানুষের হৃদয়কে নৈরাজ্যের মধ্যে নিপতিত করেন ও তাদের শয়তানী কুচক্রের নিকটবর্তী করে দেন। তখন আমার হৃদয়ে এই পুস্তক রচনার বাসনা জন্ম নেয় যে, আমি এই পুস্তকের মধ্যে সে সকল কথা উল্লেখ করব যা তার এবং মক্কা ও মদিনায় বসবাসকারী আরবদের জন্য কল্যাণকর হবে এবং পাঠকদের আনন্দ প্রদান করবে। সুতরাং এই পুস্তকের সূচনালগ্নে আমি তার ইস্তেহার ও পত্রের উল্লেখ করব। অতঃপর তাঁর উত্তর প্রদান করব ও তাঁর নীতি নিয়মের সংশোধন করব। অতএব হে পাঠক! আল্লাহ্ আপনাকে সদা পবিত্র ও সত্য পথে পরিচালিত করুন। আপনি এই পুস্তককে ভালোবাসার

দৃষ্টিতে দেখুন! আপনাকে যা প্রদান করা হচ্ছে তা যেন আপনার জন্য কল্যাণকর হয়। প্রদেয় অনুদান হতে আপনি লাভান্বিত হোন। আমার সকল সাফল্য আল্লাহ্‌র নিমিত্তে এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

সৈয়্যদ বাগদাদী সাহেবের ইস্তেহার

আল্লাহ্ তার উপর করুণা করুন ও সঠিক পথে পরিচালিত করুন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র জন্য কাম্য। দরূদ ও সালাম সেই মহান সত্তার প্রতি যার পর কোন নবী নেই, সেই সঙ্গে তাঁর (সা.) বংশধর, সাহাবা ও তাঁর জামাতের প্রতি। আম্মাবা'দ, যে কথা ধর্মের স্তম্ভ ও ধর্মের রক্ষক আইমায়ে মুসলেমীনের আলেমদের নিকট লুক্কায়িত নয়, যা উদীয়মান সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট ও প্রতীয়মান এবং বিগত দিন অর্থাৎ গত কালের ন্যায় সুস্পষ্ট তা হল, মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী পঞ্জাবীর বাচালতা ও কাফেরতা। তার দাবি হল, সে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'লার পক্ষ থেকে তার উপর ইলহাম ও ওহী হয়। আল্লাহ্‌তা'লা তার সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ ও সম্বোধন করে থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে ক্রুশ ভঙ্গকারী, শূকর নিধনকারী এবং শরিয়তের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার সঙ্গে তার ভাষায় সম্বোধন করেন এবং বিশ্বস্ততার ভঙ্গিতে বলেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! আমি তোমাকে আপামর জনসাধারণের নিকট প্রেরণ করেছি, যে বার্তা পৌঁছানোর আদেশ তোমাকে দেওয়া হয় তা সুস্পষ্টভাবে জনসমক্ষে বর্ণনা কর এবং অজ্ঞদের বাক্যাবলীকে উপেক্ষা কর এবং এটাও যে তার বয়া'ত করা ফরজ। (তার আরও দাবি হল) আল্লাহ্ ঈসাকে মৃত্যু দান করেছেন; তিনি জীবিত নেই এবং সে নিজেই ঈসা। এছাড়াও তার এমন বহু দাবি রয়েছে যা শুনলে বুকের পাঁজর কেঁপে উঠবে ও কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। এমনটাই আমি তার রচিত 'আয়নায়ে কামালাতে

ইসলাম' পুস্তকে লক্ষ্য করেছি। এই পুস্তকের মাধ্যমে সে কুরআনের মোকাবেলা করেছে এবং সৈয়্যদু উলিদে আদনান (মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) এর শরিয়তকে অপমান করেছে। এছাড়া পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী সম্পর্কে এমন সব মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে থাকে, এগুলি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি সহ্য করতে সক্ষম আল্লাহ্তা'লা যার চক্ষু হতে রশ্মি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং যার চক্ষুকে মোহরাঙ্কিত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, সাধারণতঃ ভারতবর্ষে বিশেষ করে হায়দ্রাবাদে এমন এমন বিজ্ঞ ও সাহসী মর্যাদাবান আলেম বিদ্যমান যাদের সংখ্যা গণনার বাইরে। এতদ্সত্ত্বেও এই দাজ্জাল, গোমরাহ্কারী ও পথভ্রষ্ট এবং মিথ্যুক ব্যক্তির বাচালতা সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন। সেই সঙ্গে তারা জানতেন এই দুনিয়াতে উন্মুক্ত তরবারি এবং আখেরাতে দোযখের আগুনই একমাত্র এমন ব্যক্তির কাহিনীকে পবিত্র করতে সক্ষম। এমন কোন মানুষকে আমি দেখিনি যে (তাকে নিহতের উদ্দেশ্যে) সচেষ্ট হয়েছে; নিজের ধারালো তরবারি দ্বারা সত্যের ময়দানে অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিবারণ করেছে; স্বীয় ক্ষমতা ও বর্ণনার তরবারি দ্বারা মোকাবেলা করেছে; স্বীয় কলম ও মুখের জোরে তাকে আহত করেছে; তার বক্তব্য রহিত করেছে; তার অপয়া কর্মকাণ্ড হতে তাকে বাধা প্রদান করেছে; আল্লাহ্তা'লার মোমিন বান্দাদের প্রতি এই নৈরাজ্যের অনিষ্ট হতে তারা রক্ষা করেছে; রসূলুল্লাহ্ (সা.)'র ধর্ম ও তাঁর (সা.) শরিয়তের সহায়তা করেছে। সুতরাং উদরপূর্তির জন্য দৌড়-ঝাঁপকারীদের প্রতি আফসোস! আফসোস! এবং পুনরায় আফসোস!

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ যখনই আমি এই পথভ্রষ্ট, বিকৃত অবয়বের অধিকারী দাজ্জালের পুস্তকটির সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করি, সে সৈয়্যদুল আনাম (সা.) এর শরিয়তের অপমান করেছে ও সৈয়্যদনা ঈসা (আ.) এর অপমানে মাত্রাতিরিক্ত সীমা অতিক্রম করেছে। যখনই আমি তার এই সকল লেখনী সম্পর্কে অবগত হই, যা কেবল আল্লাহ্র সমর্থন না পাওয়া অথবা নাস্তিক কিংবা রসূলুল্লাহ্ (সা.)'র নবুওয়তে সন্দেহকারী ব্যক্তিই কেবল মুখে আনতে সক্ষম, (বিশেষত) তার রচনার মধ্যে পরস্পর

বিরোধী মন্তব্য বিদ্যমান। সেহেতু আমি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছি যে,'কাশ্‌ফু যালালু ওয়া যুল্লামু আন্ মিরআতু কামালাতিল ইসলাম' নামি এক পুস্তক রচনা করব এবং সে জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য যাচনা করছি। কেননা তিনিই প্রকৃত সাহায্যকারী। আমি তার (মির্যা গোলাম আহ্‌মদ-এর) পুস্তকের প্রত্যেক শব্দ প্রত্যেক লাইনের খন্ডন লিখব। এমন রদ করব যা পাঠকদের চক্ষু শীতল করবে ইন্‌শা'ল্লাহ্; আল্লাহ্‌র ফজলে তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করবে। অতঃপর যে পুস্তকের জবাব লেখার সংকল্প করেছি সেটি ইরাক ও বাগদাদের প্রখ্যাত জ্ঞনী-গুণী আলেমদের নিকট প্রেরণের মনস্থির করি যাতে করে তাঁরা ফয়সালা করবেন যে এই (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম) পুস্তক রচয়িতা একজন গদ্দার ও কাফের। অতএব এভাবেই ইন্‌শা'ল্লাহ্ আমি এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর মূলোৎপাটন করব এবং খোদার সকল বান্দাদের মধ্য হতে অন্ধকার দূরীভূতের জন্য শক্তিদাতাতে পরিণত হব। এটি আমার পক্ষ থেকে আহ্‌মদ (সা.) এর শরিয়তের জন্য হবে এক বড় সেবা ও মুহাম্মদী ধর্মের মর্যাদার প্রতি আত্মাভিমানের জন্য (অনেক বড়) বহিঃপ্রকাশ। আমি আশা করছি ও আল্লাহ্‌র প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিন মাসের মধ্যে এই অভিশপ্ত পুস্তকের রদ্ লেখা হয়ে যাবে। কিন্তু সর্বপ্রথম এই মাসের মধ্যে জ্ঞাত বিষয়ের অবস্থা ইস্তেহারের মাধ্যমে কোনপ্রকার সন্দেহ ছাড়াই অবগত হওয়া আবশ্যক যে, এই বিকৃত অবয়বের মানুষ ও তার ন্যায় অন্যান্য মানুষের সমর্থনে রসূল করীম (সা.) এর হাদিস সমর্থন করে যে, বহু মিথ্যা দাজ্জাল তুমি ও তোমার পূর্ব পুরুষেরাও শোনেনি এমন বহু হাদিস তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করবে। সেকারণে তাদের হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে যেন তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও নৈরাজ্যে নিপতিত করতে না পারে। (এটি আমার বার্তা) একমাত্র আল্লাহ্ সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারেন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদনকারী।

বিজ্ঞাপনদাতা

সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক কাদরী, নকশ্‌বন্দী

আল্ রিফাই আল্ বাগদাদী,বর্তমানে হায়দ্রাবাদ নিবাসী

বাগদাদী সাহেবের পত্র

(আল্লাহ্ তার উপর করুণা করুন ও সঠিক পথে পরিচালিত করুন)

বিস্‌মিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম

সমস্ত প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র জন্য কাম্য। দরূদ ও সালাম সেই মহান সত্তার প্রতি যার পর কোন নবী নেই, সেই সঙ্গে তাঁর (সা.) বংশধর, সাহাবা ও তাঁর (সা.) সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ সকল ব্যক্তিবর্গের উপর। এই পত্র আপনার ও আপনার ভাই-বন্ধুদের জন্য খোদা ভীতি অবলম্বনের নিমিত্তে এক ওসিয়্যত মাত্র। এই অধম বান্দা বিশ্ব জগতের প্রভু ও অতীব দয়াশীল খোদার অপার করুণার মুখাপেক্ষী। এই অধম সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক কাদরী নকশ্‌বন্দী বাগদাদী নামে পরিচিত। আল্লাহ্ এই অধমকে প্রকৃত পথপদর্শক নবী (সা.)'র শাফাআত অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন, সেই সঙ্গে সকল প্রকার শয়তান ও শত্রুদের পরিকল্পনা হতে রক্ষা করুন। শ্রদ্ধেয় অনুসরণীয়, সম্মানীয়, বিজ্ঞ পন্ডিত, পূর্ণ মুজতাহিদ যিনি সৌষ্ঠব অর্থ ও অতীব সুন্দর সুকৌশলী পদ্ধতি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে কঠিন থেকে কঠিনতর রহস্য ও ভেদের পর্দা উন্মোচনকারী মৌলবি মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আল্লাহ্ তাকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও পবিত্রতার মাধ্যমে সকল প্রকার পদস্খলন, মৌখিক ও লেখনী ঠোকর থেকে রক্ষা করুন আমিন)। আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আপনি নিশ্চয় অবগত যে আমি আপনার 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' নামি পুস্তক গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যায়ন করেছি। এর মধ্যে বর্ণনা কৃত সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি। সেই সঙ্গে এর মানে, অন্তর্নিহিত অর্থ, তত্ত্ব ও তথ্যকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করেছি। বক্তা হিসাবে উত্তর প্রদান করতে হয়, শ্রোতা হিসাবে নয়। পাঠকদের উক্ত পুস্তকের ভ্রান্তি অপনোদন এবং প্রত্যেক শব্দের বিশ্লেষন করার কসম না দিতেন তাহলে হয়তো আমি কলমের লাগাম আপনার পুস্তকের খন্ডনের অভিমুখে ফেরাতাম না। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শিক্ষিত মানুষদের চিরাচরিত পন্থা হল, তারা সর্বদা ভুল খন্ডন করে থাকেন এবং মূর্খের মূর্খামি

প্রকাশ করে থাকেন। সম্ভবত এই সংক্রান্ত ইস্তেহার আপনি পেয়ে থাকবেন। সেহেতু আপনি ভয়ার্ত হবেন না এবং নিজের চেহারা থেকে লজ্জা, অনুতাপের পর্দা খুলে ফেলুন। আমার দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় সন্নিকটবর্তী হওয়ার কারণে হয়ত আমার পুস্তক প্রকাশিত হবে না। কিন্তু আমি আশাবাদী আপনি আপনার 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' পুস্তকের এক কপি আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করবেন। কেননা আমার কাছে যে পুস্তকটি রয়েছে তা অন্যের কাছ থেকে ধারস্বরূপ নেওয়া। সেহেতু উক্ত পুস্তকটি আপনি ডাকযোগে শীঘ্রই প্রেরণ করুন। পরিশেষে রইল সালাম।

বিনীত নিবেদক
সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক কাদ্‌রী নকশ্‌বন্দী বাগ্‌দাদী
আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করুন
২৮'শে জিলহজ্জ ১৩১০ হিজরী

ইস্তেহার ও পত্রের উত্তর

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) সৈয়্যদুল আম্বিয়া, খাতামুল মুরসালীন, ফখরুল আওয়ালীন ও আখেরীনের প্রতি যিনি সকল বুদ্ধি, বিচক্ষণ, নূর ও হেদায়াতের উৎসস্থল এবং সকল অনুসরণকারী ভক্তের জন্য প্রদীপ্ত সূর্য। দরূদ ও সালাম তাঁর (সা.) বংশধরের প্রতি যাঁরা পথপ্রদর্শক এবং তাঁর (সা.) সাহাবাদের প্রতি যাঁরা ধর্মকে দৃঢ় ও মজবুত করেছে। একই সঙ্গে প্রত্যেক আউলিয়া, শহীদ ও সালেহ ব্যক্তির প্রতি (দরূদ ও সালাম) যাঁরা রসূল করীম (সা.) এর অনুসরণ করেছেন। হে শ্রদ্ধেয়, সম্মানীয় ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি! আপনাকে সেই ভাইদের পক্ষ থেকে আস সালামু আলাইকুম যাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, কাফের প্রতিপন্ন করা

হয়েছে, বিতাড়িত করা হয়েছে ও যাদেরকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।

হে আমার ভাই! আমার বাসভূমি কাদিয়ানে আপনার পত্র ও ইস্তেহার আমি পেয়েছি। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ও আপনার জন্য দোওয়া করি। কেননা, আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, আপনার ধারণায় সঠিক পন্থা আমাকে স্মরণ করিয়েছেন, সেই সঙ্গে আল্লাহ্ ও রসূলের ধর্মের ভালোবাসায় অগ্নিশর্মা লোকের ন্যায় আমাকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে তিরস্কার ও নিন্দা করেছেন। অতএব আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং আপনার প্রতি করুণা করুন। কেননা, তিনিই সর্বোত্তম করুণাকারী। আমি আপনাকে সালেহ্ ও সৎ মানুষ বলে মনে করি। এজন্যই তো আপনি যাতনা ও ব্যাকুলতাকে স্বীয় হৃদয়ে দ্রবীভূত করে রাখতে পারেন নি এবং আমাকে উপদেশ প্রদানে দ্বিধা করেন নি আর নাই বা কোন মৌখিক চাটুকারিতার পন্থা অবলম্বন করেছেন। এটিই সৎ মানুষের পরিচয়। কিন্তু হে প্রিয় বন্ধু ও স্নেহের সাথী! (আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন) আপনি দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর গ্রন্থের উপর ঈমান আনয়নকারী স্বীয় ভাইকে মুরতাদ, কাফের খেয়াল করেছেন। প্রকৃত বিষয়ের বিশ্লেষন করে বাক্যের ভাবার্থকে অনুধাবন করা অথবা বিশ্লেষকের পন্থা অবলম্বনকারীর ন্যায় আমার নিকট জেনে নেওয়ার পূর্বেই আমাকে তিরস্কার করেছেন ও আমার উপর তির বর্ষণ করেছেন। আপনার ও আপনার ন্যায় সালেহ্, মুত্তাকী, দয়াদ্র ও অনুগ্রহশীল ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি। আপনি স্বীয় ইস্তেহারে উল্লেখ করেছেন যে এই মুরতাদ ব্যক্তির শাস্তি হল, হয় একে ধারালো তরবারি দ্বারা হত্যা করা হোক অথবা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হোক যেমন একজন মুরতাদের শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

হে নেক ভাই! আল্লাহ্ আপনাকে খুশি রাখুন, আপনার যত্ন নিন, আপনাকে রক্ষা ও সহায়তা করুন, আপনার চোখ খুলে দিন, আপনাকে হেদায়ত দান করুন। আপনি আমাকে কর্তনকারী তরবারি, তির অথবা আগুনের ভয় দেখাবেন না। আমি তো আপনার তরবারির পূর্বেই এমন এক

তরবারি দ্বারা নিহত হয়েছি যা আপনি জানেন না। আমি সেই অগ্নি শিখার স্বাদ আস্বাদন করেছি যার সম্পর্কে আপনি ওয়াকিবহাল নন। ইনশা'ল্লাহ্ এর পর আমাকে পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। প্রিয়! যে সকল মানুষেরা আল্লাহ্র জন্য স্বীয় হৃদয়কে শুদ্ধ করেছে ও আল্লাহ্র কাছে নিজেকে আত্মসমর্পন করেছে এবং ঐশী প্রেমের সুধা পান করেছে যদিও বৃক্ষের সকল পত্রাদি, সমুদ্রের প্রত্যেক জলবিন্দু, পাথরের এক এক কণা ও পৃথিবীর সকল বস্তু তার শত্রুতা করুক না কেন তাদেরকে প্রভু ও প্রতিপালক খোদা কখনো বিনষ্ট করেন না আর নাই বা তাদের প্রভু তাদেরকে পরিত্যাগ করেন। বরং যে সকল মানুষ তাঁর অনুসরণ করে ও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই চায় না, এমন ব্যক্তিদের তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ব্যাতিরেকে কোন কিছুই দুঃখ পৌঁছাতে পারে না। অতঃপর যখন তাদের স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায় তখন কোন প্রকার দুঃখ যাতনা তাদের জন্য অবশিষ্ট থাকে না যদিও তাদের হত্যা অথবা আগ্নিদগ্ধ করা হোক না কেন। কোন জাতির অপপ্রচার ও কোন ফেরকার লাঞ্ছনা ও অভিসম্পাত তাদেরকে কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ সকল অভিসম্পাতকে তাদের জন্য কল্যাণকর এবং সকল অপপ্রচারকে তাদের জন্য আশিসমন্ডিত করে তোলেন। আমাদের প্রভু কি আমাদের মনের কথা জানেন না? আপনিই কি বেশী জানেন? অতএব দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া থেকে বিরত হোন।

হে আমার ভাই! আমি সত্য (পথ) পরিত্যাগ করি নি আর নাই বা আমি শক্তিশালী খোদার বিরুদ্ধাচরণ করেছি। কুরআন শরীফ ছাড়া আমার কোন গ্রন্থ নেই এবং রহিমে মুস্তাফা (সা.) ছাড়া আমার কোন নবী ও প্রিয়তম নেই। সেই সকল মানুষের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত যারা কণা পরিমানও তাঁর (সা.) ধর্ম হতে বাইরে পা বাড়ায়। তারা অভিশপ্ত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু হে আমার ভাই! আল্লাহ্র গ্রন্থে (কুরআন শরীফ) এমন এমন সুক্ষ্ম বিষয় ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান যে, কোন (ব্যক্তিগত) বিশ্বাস এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম নয় আর কোন হুকুম তাকে ভাঙতে অপারগ। সেই (সুক্ষ্ম বিষয়াদি ও) তত্ত্বজ্ঞানকে উম্মতের

মধ্যে কেবল তারাই অর্জন করবে যারা তাঁর আগমনের সময়কে পাবে ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিলীন ব্যক্তিবর্গ ও প্রেরিতদের দলভুক্ত হবে। আল্লাহ্‌র গোপন রহস্যাবলী এমনই সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত যে নক্ষত্রমন্ডল সেগুলিকে কেবল তাদের সঠিক সময়ে উদিত করে থাকে। আল্লাহ্‌র গোপন ভেদ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবেন না। আপনি কি নিজের প্রভুর সমীপে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলতে পারবেন যে, আপনি এমন কেন করেছেন অথবা আপনি এমন কেন করেন নি? হে আমার ভাই! আল্লাহ্‌র অদৃষ্টকে আল্লাহ্‌র কাছে থাকতে দিন। তাঁর অদৃষ্টের বিষয়াবলী সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করবেন না। সেই সুক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান যার শরিয়তি রত্নভাণ্ডার অতীব গভীরে অবস্থিত তাকে উপেক্ষা করবেন না। যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই তার পিছু লাগবেন না এবং নিজেকে মুত্তাকিদের পন্থায় অবিচল রাখুন।

নুযুলে মসীহ্ আলায়হে সালাম (এর ধারণা) সম্পর্কে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাগণ ও তাবেঈনগণের* কেবল সাধারণ (বাহ্যিক) বিশ্বাস ছিল মাত্র। নুযুল সম্পর্কে তাঁদের ঈমান ছিল প্রচলিত। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাঁরা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে ন্যাস্ত করতেন। মসীহ্ (আ.) এর অবতরণ প্রকৃত অর্থে কীভাবে সম্ভব যখন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রিয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন মসীহ্ (আ.) গত হয়েছেন ও মারা গেছেন। তিনি বলেন,

يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

(হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দেব অতঃপর স্বসম্মানে আমার দিকে উত্থিত করব। আলে ইম্‌রান 03:56)

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ

(অতঃপর তুমি যখন আমায় মৃত্যু দিলে তখন থেকে তুমিই তাদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। আল্ মায়েদা05:118)

* ইসলামি পরিভাষায় তাবেঈন তাঁদের বলা হয় যাঁরা মহানবী (সা.) এর বরকতময় সাহাবির সাক্ষাত ও সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন- অনুবাদক

فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ

(অতঃপর তিনি যখন কারোর মৃত্যুর আদেশ জারি করেন তখন তার আত্মাকে আটকে রাখেন। আয্ যুমার 39:43)

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

(যে সকল আবাসভূমিকে আমরা ধ্বংস করেছি সে সম্পর্কে আমরা ফয়সালা করে দিয়েছি যে, তার অধিবাসীরা পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্ আম্বিয়া 21:96)

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেবল আল্লাহ্‌র একজন রসূল। তাঁর পূর্বে সকল রসূল গত হয়েছেন। আলে ইম্‌রান 03:145)

অর্থাৎ তাঁরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন আর নবী করিম (সা.) এর মৃত্যুর সময় সিদ্দিকে আকবর (রা.) প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াত উপস্থাপন করেছিলেন। সুতরাং আপনি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করে থাকেন, তাহলে মসীহ্‌র মৃত্যু ও তাঁর পুনরায় পৃথিবীতে না আসা সম্পর্কে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকবে না।

আমাদের রসূল (সা.)'র মাধ্যমে খোদা যদি নবীগণের (আগমনের) পরিসমাপ্তি ও ঐশী সংবাদ প্রদানের ধারাবাহিকতা অবরুদ্ধ করে থাকেন তাহলে এর পর মসীহ্ কীভাবে আসবেন? কেননা আমাদের নবীর পর তো কোন নবী নেই। পদচ্যুত ব্যক্তিদের ন্যায় নবুওত হতে বরখাস্ত হয়ে আসবেন কি? কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে আগত মসীহ্ তাঁর উম্মতের মধ্যে হতে আগমন করবেন ও একজন মুসলমান ব্যক্তি হবেন। সিহাহ্ সিত্তা হাদিসে এমন বহু সহীহ্ ও মারফুআয়ে মুত্তাশীল* হাদিস রয়েছে যেগুলি ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করে। বিশেষ করে সহীহ্ বুখারী শরীফে এই সংক্রান্ত বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও তাঁর রসূল (সা.) এর

* সেই সকল হাদিস যেগুলির বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খল মহানবী (সা.) অবধি প্রমাণিত- অনুবাদক

উপদেশ বাণীর পর মসীহ্‌র মৃত্যুতে সন্দেহ প্রকাশ করা ও সন্দেহান্বিত মানুষদের ন্যায় অস্বীকার করা মানুষদের বুদ্ধি দেখে আশ্চার্য হতে হয়। ঐশী বাণীর পর কোন হাদিস দ্বারা কুরআনের অন্তহীন দলিলকে আমরা পরিত্যাগ করব? আমরা কি সন্দেহকে নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর প্রাধান্য দেব?

জীবিতাবস্থায় মসীহ্‌র আকাশে যাওয়া সম্পর্কে সকল মানুষের ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয় না। বরং ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাসী আবার কোন কোন ব্যক্তি তাঁর জীবিত থাকাতে বিশ্বাসী। কুরআনের আয়াত ও মহানবী (সা.) এর হাদিসাবলীতে তাঁর বেঁচে থাকার কোন প্রমাণ আপনি খুঁজে পাবেন না। বরং পত্র-পত্রিকা ও লক্ষণাবলী সর্বত্রই তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পরিলক্ষিত হবে। আমাদের রসূল (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। (বলুন তো) তিনি (মসীহ্) কি রসূল করীম (সা.) এর থেকে উন্নততর ছিলেন? নাকি তিনি অবিনশ্বর? যদিও রসূল করীম (সা.) মে'রাজের রাতে মৃত্যুবরণকারী নবীগণের দলে তাঁকে দেখেছিলেন। আপনি কি মনে করেন রসূল করীম (সা.) দেখতে ভুল করেছিলেন নাকি তিনি (সা.) সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন? আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, বরং তিনি (সা.) ছিলেন সত্যবাদীগণের মধ্যে সর্বোত্তম।

অতএব এই কারণগুলি আমাকে মসীহ্‌র মৃত্যুকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে এবং এই সম্পর্কে আমার উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্রমাগত (অবতীর্ণ হওয়া) ইলহামগুলিই এর সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি আমার এই বিশ্বাসকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশের পরিপন্থী পাই নি আর নাই বা সাহাবা (রা.) ও তাবেঈনদের বিশ্বাসের পরিপন্থী। সকল সাহাবাগণ মসীহের মৃত্যুতে বিশ্বাস করতেন সেই সঙ্গে পরবর্তীতে আসা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরাও। আপনি কি সহীহ্ বুখারীর প্রতি গভীর মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নি? যেখানে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ (সূরা আলে ইমরান 03:56) আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে مُتَوَفِّيْكَ এর অর্থ করেছেন

مُمِيْتُكَ আবার ঈমাম বুখারী اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ আয়াতকে স্বীয় স্থান হতে অন্যত্রে সরিয়ে এনে (ইবনে আব্বাসের) বক্তব্যের সত্যতার প্রতি ইশারা করেছেন। যেমন অভিজ্ঞরা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, ইমাম বুখারী গবেষণা ও স্বীয় মন্তব্য প্রকাশের সময় এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছেন।

হে নেক ভাই! দেখুন ইমাম বুখারী (রহঃ) এই দুই আয়াতকে অন্য এক স্থানে একত্রিত করে ও তাদের পরস্পরকে দৃঢ়তা প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় বিশ্বাসের প্রতি ইশারা করেছেন এবং মসীহ্‌র মৃত্যুকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আপনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাভাবনা করুন আল্লাহ্‌ দূরদর্শিতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্‌র গ্রন্থ (কুরআন) ও তাঁর রসূলের কর্ম পদ্ধতিকে অস্বীকার করে, ইহকাল ও পরকালের ক্ষতির বোঝা বহন করে, অভিসম্পাতকারীর অভিসম্পাত শুনে আমার কোন লাভ বা আনন্দ হয় না। হে সম্মানীয় ভাই! সত্যের প্রাপ্য হল, তার অনুসরণ করা। সত্যের প্রাপ্য হল, সত্যকে গ্রহণ করা ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করা। সত্যের হাত সন্দেহের পর্দাকে উন্মোচন করে। সত্য সেই নির্যাস যা পরিশ্রমের ফলেই উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ে তা চমকাতে থাকে। সকল বিশিষ্ট সংবাদের এক উৎপত্তিস্থল ও সকল নক্ষত্রের একটি উদিতের স্থান হয়ে থাকে আর রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পরই তাকে সনাক্ত করা হয়। কল্যাণময় সেই ব্যক্তি যিনি এই রহস্যকে বুঝতে সক্ষম। তিনি বিচক্ষণের ন্যায় এই বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থকে অর্জন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনার ন্যায় বিজ্ঞ, খোদাভীরু মানুষ যদি তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অবগত হতেন যা আমি অর্জন করেছি তাহলে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করা হতে তাদের জিহ্বা অবশ্যই স্তব্ধ হয়ে যেত। তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে আমি যা বর্ণনা করেছি তা অবশ্যই তারা গ্রহণ করতেন। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা হল, আপনি আমার কথার বাস্তবতাকেই বুঝতে পারেন নি এবং আমার অবস্থা সম্পর্কে আপনি অবগত নন। আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা স্বচ্ছ আর আমি আপনার জন্য খোদার অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা যাচনা করছি। কেননা তিনিই

সর্বোত্তম করুণাকারী।

হে পবিত্র ভূমিতে বসবাসকারী স্নেহময় সন্তান! আল্লাহ্‌র কৃপায় আপনি মুত্তাকী, পরহেজগার, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আপনার প্রতি আমার ভালবাসা রয়েছে। আমি নিষ্কলুষ হৃদয়ে একনিষ্টভাবে আপনাকে ভালবাসি। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অঙ্গীকার করছি, আপনি যদি আপনার দাবির সমর্থনে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে দেখাতে পারেন ও স্পষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে পারেন, তাহলে আমি আপনার সাথে সহমত পোষণ করব, আপনার কথা মেনে নেব। আমি তো কেবল সত্যকে পছন্দ করি। আমি বিরোধীতা ও শত্রুতার দন্ডকেই বিনষ্ট করেছি এবং একতার দুধ দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছি। সুতরাং আপনি আমার সঙ্গে প্রজ্ঞা ও আল্লাহ্‌তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের (কুরআন) আয়াত দ্বারাই বাহাস করুন। ইনশা'ল্লাহ্ আপনি আমাকে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীদের মধ্যে পাবেন। কিন্তু আপনি যদি আমাকে গালি দিতে চান, অভিসম্পাত করতে চান, মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান অথবা আমাকে ধারালো তরবারি দ্বারা হত্যা করতে উদ্যত হন অথবা আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করতে চান, আপনার ইচ্ছা যা চান করুন। এর পরিবর্তে আমি কেবল আপনার কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য দোওয়া করব। হে আহলে বয়া'ত! আল্লাহ্ আপনাকে ইহকালে ও পরকালে কৃপা বর্ষণ করুন ও (আশিসময়) পরলোকবাসীদের দলভুক্ত করুন।

হে সম্মানীয় ব্যক্তি! বাক্ বিতন্ডা পরিহার করুন, এটি হওয়াও উচিত নয়। আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং এ সুযোগ ছাড়বেন না। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় আমার অভিমুখে যাত্রা করুন। পবিত্রতার পন্থা অবলম্বন করে আমার নিকট উপস্থিত হোন। কষ্ট করে আমার গৃহে পদধূলি দিন। দুই মাস যাবত্ আমার আতিথেয়তার রুটি তরকারী গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ শীঘ্রই আপনার সম্মুখে সেই অবস্থা উন্মোচন করবেন যা আমি ছাড়া ওই শহরের বাসিন্দা ও পর্যটকদের দ্বারা উন্মোচিত হবে না। সীমাবদ্ধ বর্ণনার রচনাবলীও এটি করতে সক্ষম হবে না। সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে বিশ্বাসের চক্ষু দ্বারা সনাক্ত করবেন। আন্তরিকতার

সহিত আপনি যদি আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তাহলে আমি আপনার জন্য রাতে ও দিনে দোওয়া করব। আমি আশা করি এতে আপনার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে। দোওয়া গৃহীত হওয়ার লক্ষণাবলী আমি উপলব্ধি করতে পারছি। সন্দেহের পর্দা বিদীর্ণ হবে। আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী ও সাহায্য প্রদানকারী।

হে পূত-পবিত্র ভাই! আলেমদের কাফের আখ্যায়িত ও মিথ্যা প্রতিপাদনের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। কেননা আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা জানি তারা তা জানে না। আমি স্বীয় প্রভুর নিকট হতে প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত আর তারা অজ্ঞ। সুতরাং আমার ভ্রাতাগণের দৃষ্টিতে পাওয়া আমার অপমান, অসম্পূর্ণতা ও ঘৃণাকে উপেক্ষা করুন। কেননা আল্লাহ্র করুণার দৃষ্টি সর্বদা আমার উপর বিদ্যমান যা ডান এবং বাম উভয় দিকে সঞ্চালিত করি এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থার মাধ্যমে আমাকে যাচাই করা হয়। হিংস্র ও স্বস্তিদায়ক উভয় প্রকার বাতাসের সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করি। ইনশা'ল্লাহ্ আমার পরিণতি শুভ হবে। আমি সুসংবাদপ্রাপ্তগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আজ তারা আমাকে ঘৃণা করছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন ও কাফের আখ্যায়িত করছে। আমার মনে হয় তাদের যদি সামর্থ থাকত তাহলে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হত। কিন্তু এক সময় আসবে যখন আমার সত্যতা প্রকাশিত হবে, আমার উপর হওয়া আল্লাহ্র কৃপারাজির নিদর্শন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে দেখাবেন। তারা তাঁর প্রদেয় জ্যোতি ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবে। তখন তারা আমার নিকট বিনয়ের সাথে উপস্থিত হবে।

সুতরাং সেই চক্ষুর জন্য সুসংবাদ! যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আমাকে সনাক্ত করেছে। সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ! যে একনিষ্ঠতার সঙ্গে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে। হে শায়েখ! নির্ধারিত সময় প্রায় উপস্থিত এবং জীবনের বেশীরভাগ অংশ অতিবাহিত হয়েছে। অতএব সহনশীলতা, দৃঢ়তা ও হেদায়ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার কাছে আসুন, সত্যকে স্বীকার করুন, শত্রুতা পরিত্যাগ করুন, বিরোধিতায়

নিজের অধিকারকে ভুলে যাবেন না, খোদার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হবেন না, অনুতপ্ত হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হোন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। সত্যের অনুসরণ করুন ও আনুগত্যশীলদের দলভুক্ত হয়ে যান।

দীর্ঘ যাত্রা করতে আপনি যদি সক্ষম না হন তাহলে আপনার জন্য অন্য এক পন্থাও আছে। আপনি যদি সেই পন্থা অবলম্বন করতে চান তাহলে আপনার হৃদয়ে অবস্থিত কুধারণাগুলি বের করে দিন। অতঃপর উঠে ওযু করুন, দু' রাকাত নামাজ পড়ুন, (রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি) দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন, তওবাকারীর ন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করুন, অতঃপর কেবলামুখি হয়ে জায়ে নামাজে শয়ন করে একাগ্র চিত্তে স্বীয় প্রভুর নিকট মোনাজাত করুন। আমার অবস্থা ও আমার দাবির বাস্তবতা প্রকাশ্যে আনার জন্য খোদার নিকট আবেদন করুন। অতঃপর দোওয়া করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ুন। হে সর্বজ্ঞাত প্রভু! আহ্মদ বিন গোলাম মুরতযা কাদিয়ানী সম্পর্কে অবগত করাও যে, সে তোমার দরবারে ঘৃণিত নাকি গৃহীত? তোমার চৌকাঠে সে কি অভিশপ্ত নাকি প্রিয়ভাজন? তুমি তোমার বান্দাদের হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমার দৃষ্টি কখনো ভ্রান্ত হয় না আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য।

হে আমার প্রভু! স্বীয় পক্ষ থেকে তুমি আমাকে এমন শিক্ষা দান কর যা সত্যের দিকে আকৃষ্ট করবে। এমন চক্ষু দান কর যা পাপ ভূমির প্রতি পদক্ষেপ করা হতে বিরত থাকবে। আমাকে সৌভাগ্য অর্জনকারীদের দলভুক্ত কর। আমার কীইবা সাধ্য যে তোমার অগ্রে পদক্ষেপ ফেলব আর তোমার বান্দাদের গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে অন্যায় হস্তক্ষেপ করব। হে আমাদের প্রভু! আমার অন্যায় ও অত্যাচারকে ক্ষমা কর,আমার চক্ষু খুলে দাও। তোমার আওলিয়াগণের (স্নেহভাজন বন্ধু) সঙ্গে শত্রুতাকারী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারীদের দলে আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর না। আমিন সুম্মা আমিন।

আমার ভাই! এক জুমা হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত ইস্তেখারা করুন।

ইস্তেখারার দু' রাকাতের পর তাহাজ্জুদ আদায় করুন। আপনি যখন এগুলি শুরু করার মনস্থির করবেন তখন আমাকে অবগত করবেন যাতে করে আমিও আপনার দোওয়ায় সঙ্গি হয়ে যেতে পারি। আপনার এই উদ্দেশ্যে সাফল্যমন্ডিত হওয়ার জন্য আমি দোওয়া করব। আমি আশাবাদী আমার প্রভু আমার ডাক শুনবেন এবং আমার দোওয়া গ্রহণ করবেন। কেননা, তিনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহশীল, আমার চোখের রশ্মি ও আমার অঙ্গ প্রতঙ্গের শক্তি। খোদার কসম! আমি প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত। হে প্রিয়! আমার দৃষ্টিতে আপনি একজন সাহসী সালেহ্ (সৎকর্মশীল) ব্যক্তি। আমি আশা করছি আপনি আমার কথা মানবেন। সেই সঙ্গে আশা করছি, আমার ও আপনার পরম মনিব রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্মের খাতিরে আপনার মধ্যে কোমলতার উদ্রেগ হবে আর আপনি আল্লাহ্ প্রেমিকদের রাস্তা অনুসরণ করবেন।

تَـذَكَّـرْ يَـا أَخِـىْ يَـوْمَ التَّنَـادِىْ وَ تُـبْ قَبْـلَ الرَّحِيْـلِ إِلَـى الْمَعَـادِ

হে আমার ভাই! বিচার দিবসকে স্মরণ করুন আর পরকালে পৌঁছানোর পূর্বে তওবা করুন।

فَـأَخْـرِجْ كُـلَّ حِـقْدِكَ مِنْ جَنَانٍ وَ زَكِّ الـنَّـفْـسَ مِـنْ سَمِّ الْعِنَـادِ

স্বীয় হৃদয় হতে সর্বপ্রকার বিদ্বেষকে দূরীভূত করুন ও শত্রুতার গরল হতে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করুন।

وَ خَفْ قَهْـرَ الْـمُهَيْـمِـنِ عِنْدَ ذَنْبٍ وَ قِفْ ثُـمَّ انْتَهِـجْ سُبُـلَ الـرَّشَـادِ

তত্ত্বাবধায়ক খোদার রোষাগ্নির জন্য অন্যায় করতে ভয় পান ও বিরত হোন। অতঃপর হেদায়তের রাস্তায় পথ চলা শুরু করুন।

وَ أُقْسِـمُ أَنَّـنِـىْ يَـا ابْـنَ الْـكِـرَامِ لَـقَـدْ أُرْسِـلْـتُ مِـنْ رَبِّ الْعِبَـادِ

হে সম্ভ্রান্ত সন্তান! আমি শপথ করে বলছি আমি বান্দাদের প্রভুর নিকট হতে প্রেরিত হয়েছি।

وَقَـدْ أُعْـطِيْـتُ عِـلْـمًـا بَـعْدَ عِلْمٍ وَ كَـأْسًـا بَـعْـدَ كَـأْسٍ مِنْ جَوَادِىْ

আমার মহানুভব খোদা আমাকে ক্রমাগতভাবে জ্ঞান ও ঐশী পানীয়

প্রদান করে চলেছেন।

وَحِبِّـىْ كُـلَّ حِيْـنٍ يَجْتَبِيْنِـىْ وَ يُـدْنِيْنِـىْ وَ يُعْطِيْنِـىْ مُـرَادِىْ

আমার প্রিয় সর্বদা আমাকে বেছে নেন, আমাকে নিকটবর্তী করেন ও আমার আকাঙ্খা পূরণ করেন।

فَـمَـا أَشْقٰى بِـلَـعْـنِ اللَّاعِـنِيْـنَـا وَ صِـدْقِـىْ سَوْفَ يُذْكَرُ فِى الْبِلَادِ

অতএব অভিসম্পাতকারীর অভিসম্পাত আমাকে হতভাগ্যে পরিণত করতে সক্ষম নয় এবং আমার সত্যতা অবশ্যই দেশ-বিদেশে চর্চিত হবে।

وَكَـأْسٍ قَـدْ شَـرِبْـنَـا فِىْ وِهَـادٍ وَأُخْـرٰى نَشْـرَبَـنْ فَـوْقَ الْـمَصَـادِ

বহু পেয়ালা আমি মাটির গভীরে পান করেছি, অবশিষ্টাংশ আমি পাহাড়ের চূড়াতে পান করব।

وَ لَسْـتُ أَخَـافُ مِـنْ مَوْتِىْ وَ قَتْلِىْ إِذَا مَـاكَـانَ مَـوْتِـىْ فِـى الْجِهَـادِ

আমি আমার মৃত্যু ও নিহত হওয়াকে ভয় পাই না যখন আমার মৃত্যু জিহাদ দ্বারা সংঘটিত হবে।

وَاثَـرْنَـا الْـحَبِيْبَ عَـلٰى حَيَـا ةٍ وَ قُـمْـنَـا لِـلشَّهَـادَةِ بِـالْـعَتَـادِ

আমি আমার প্রিয়তমকে আমার প্রাণের উপর প্রাধান্য দিয়েছি এবং সম্পূর্ণভাবে শাহাদাত অর্জনের জন্য আমি প্রস্তুত।

وَ مَـا الْـخُسْـرَانُ فِـىْ مَوْتٍ بِتَقْوٰى وَ خُسْـرُ الْـمَـرْءِ فِـىْ سُبُلِ الْفَسَادِ

তাক্ওয়ার সঙ্গে মৃত্যু আসলে কোন ক্ষতি নেই। মানুষের ক্ষতি তো নৈরাজ্যের পন্থায় নিহিত।

وَ إِنِّـىْ قَـدْ خَـرَجْـتُ إِلٰى ذُكَـاءٍ فَـفَـارَتْ عَيْـنُ نُـوْرٍ مِّـنْ فُـؤَادِىْ

নিঃসন্দেহে আমি এক সূর্যের ন্যায় উদিত হয়েছি। সেহেতু আমার হৃদয় হতে এক জ্যোতির ঝর্ণা উৎপন্ন হয়েছে।

بِـحَـمْـدِ الـلّٰـهِ إِنَّ الْـحِـبَّ مَـعَنَـا وَ مَـا يَـرْمِـىْ مَتَـاعِـىْ بِـالْكَسَـادِ

আল্ হামদুলিল্লাহ্ আমার প্রিয় (খোদা) আমার সঙ্গে আছেন। তিনি

আমার জিনিসকে অবমূল্যায়ন হতে দেবেন না।

وَ يُـدْنِيْنِـىْ بِـحَـضْـرَتِـهٖ بِـلُـطْفٍ وَ يَسْـقِيْـنِـىْ مُـدَامَ الْـإِتِّـحَـادِ

মহানুভবতার সঙ্গে তিনি আমাকে তাঁর নিকটবর্তী করেন ও তাঁর প্রেম সুধা আমাকে পান করাচ্ছেন।

وَ إِنَّ هِـدَايَةَ الْـقُـرْقَـانِ دِيْنِـىْ وَ أَدْعُـوْكُـمْ إِلٰـى نَهْجِ السَّدَادِ

নিঃসন্দেহে কুরআনের হেদায়াতই হল আমার ধর্ম। আমি আপনাকেও সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছি।

فَـقُـمْ إِنْ شِـئْـتَ كَـالْأَحْبَابِ طَوْعًا وَ إِمَّـا شِـئْـتَ فَـاجْلِسْ فِى الْأَعَادِىْ

আপনি যদি চান বন্ধুর ন্যায় স্ব ইচ্ছায় দন্ডায়মান হন আর যদি চান শত্রুর ন্যায় উপবিষ্ট থাকুন।

وَقَـدْ بَـارَى الْـعَـدُوُّ بِـعَـزْمِ حَـرْبٍ وَ بَـارَزْنَـا فَيَـا قَـوْمِـىْ بَـدَادِ

যদিও শত্রু যুদ্ধের অভিসন্ধিতে সামনে উপস্থিত হয়েছে আর আমিও তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বের হয়েছি। সুতরাং হে আমার জাতি! বিরুদ্ধবাদীকে আমার সম্মুখে নিয়ে এস।

وَ كَـانَ نَـصِيْـحَةٌ لِّـلّٰـهِ فَـرْضِـىْ فَـقَـدْ بَـلَّـغْـتُ فَـرْضِـىْ بِـالْـوَدَادِ

খোদার খাতিরে উপদেশ দেওয়া ছিল আমার কর্তব্য। আর আমি আমার কর্তব্য বন্ধুসুলভ পদ্ধতিতে পূর্ণ করেছি।

প্রিয় ভাই! আমি নিশিতে (লুকিয়ে) আসা ব্যক্তির ন্যায় আগমন করিনি আর বন্যায় ভেসে আসা গাছ-গাছালির ন্যায়ও আমার আগমন নয়। আমি নির্দিষ্ট সময়ে শতাব্দীর শিরোভাগে আগমন করেছি। মহান আল্লাহ্তা'লা আমাকে এই শতাব্দীর মোজাদ্দিদ বানিয়েছেন যাতে করে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি। সহীহ্ হাদিসাবলীতে এর উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্তা'লা এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যিনি ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। অতএব এই শতাব্দীর মোজাদ্দিদকে অন্বেষন করুন এবং এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করুন। কেননা আল্লাহ্তা'লা বিচার-বিশ্লেষণকারীকে সাহায্য

করে থাকেন। অন্যান্য হাদিসাবলীতে উল্লেখ রয়েছে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুবরণ করেন তখন ধরাভূমি চিৎকার করে বলেছিল, হে আমার প্রভু! আমি তো কেয়ামত পর্যন্ত নবীগণের আগমন হতে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তখন আল্লাহ্তা'লা তার (ধরাভূমির) উপর ওহী করে বলেন, আমি তোমার ভূমিতে এমন এমন মানুষকে সৃষ্টি করব যাদের হৃদয় নবীগণের হৃদয়ের সমতুল্য হবে। যন্মধ্যে কতক কুতুব (দরবেশ), কতক আব্দাল (আল্লাহ্র ওলি), কতক গাউস (সুফি) এছাড়াও কতক অন্য প্রকার হবেন। এই সকল মানুষদের সঙ্গে আল্লাহ্ বাক্যালাপ করবেন এবং তাদের উপর ইলহাম অবতীর্ণ করবেন। এদের মধ্যে কতিপয়ের হৃদয় নূহ, ইব্রাহিম, মূসা (আ.) এর ন্যায় হবে এবং একজনের হৃদয় হবে ঈসা (আ.) এর ন্যায়। তারা প্রত্যেকেই নবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবেন।

অতএব হে আমার ভাই! আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রভাব পরিলক্ষিত করুন, কিভাবে তিনি এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে বনী ইস্রাঈলের নবীগণের সঙ্গে সাদৃশ্য দান করেছেন। আপনি যদি হতবাক হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে তো ঐ সকল মানুষের কথায় হতবাক হওয়া দরকার যারা বলে, মসীহ্র সদৃশ্য কীভাবে আসবে? এ তো প্রকাশ্যে কুফরী বাক্য। তারা আল্লাহ্ ও রসূলের বাক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না আর নাই বা সেই সকল আয়াত ও হাদিসাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারা নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করছে।

হে আমার ভাই! বুখারী সহ অন্যান্য সহীহ্ (হাদিসের) প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কীভাবে সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, তাঁর (সা.) উম্মতে এমন মানুষ থাকবেন যারা নবী না হয়েও খোদার সঙ্গে বাক্যালাপের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। তাদেরকে বলা হবে মোহাদ্দিস। সেই সঙ্গে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন,

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

(পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক বড় জামাত ছিল আর পরবর্তীদের মধ্যেও এক

বড় জামাত থাকবে। আল্ ওয়াকেয়া 56:40-41) পুনরায় তিনি

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(আমাদেরকে সেই সকল লোকের পথে পরিচালিত কর যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। আল্ ফাতেহা 01:6-7) এই দোওয়া করার পরামর্শ দান করেন। এখন বলুন যদি আমরা বঞ্চিত হতাম তাহলে এই দোওয়ার অর্থ কী? আল্লাহ্ যাদের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন নবী ও রসূল। আর এই পুরস্কার নিঃশ্চয় দিরহাম ও দিনার (অর্থ সম্পদ) নয়। বরং সেই পুরস্কার হল, প্রজ্ঞা, তত্ত্বজ্ঞান, কল্যাণ ও জ্যোতির অবতরণ। এটি তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বারা সমর্থিত।

সকল নামাজে যেহেতু আমাদের এই দোওয়া করার আদেশ রয়েছে। সেহেতু আমাদের প্রভু এই দোওয়া যাচনা করার আদেশ এ জন্য দিয়েছেন যেন তিনি এই দোওয়া কবুল করতে পারেন এবং আমাদেরও সেই পুরস্কার দিতে পারেন যা তিনি তাঁর প্রেরিতদের দান করেছিলেন। প্রশংসিত খোদা আমাকে ওই সকল পুরস্কার দেওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন যা তিনি আমার পূর্বে নবী ও রসূলগণদের পুরস্কারস্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে ওই সকল রসূলগণের উত্তরসূরী বানিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি উক্ত পুরস্কারাদি সম্পর্কে কীভাবে অস্বীকার করতে পারি? আমি কীভাবে অন্ধ মানুষের ন্যায় হয়ে যাব? আর কীভাবেই বা সম্ভব আল্লাহ্তা'লা অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন আর আমাকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করবেন?

হে আমার ভাই! আপনি জানেন পুরস্কৃত দলের সরদার সর্বদা আম্বিয়া ও রসূলগণই হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তাঁদের ন্যায় পরিপূর্ণ হেদায়াত ও দিব্যজ্ঞান প্রদানের সুসংবাদ আমাকে দিয়েছেন যা কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে বার্তালাপ ও তাঁর নিদর্শন দেখার পরই অর্জন হয়ে থাকে। আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনার কীভাবে বোধগম্য হল যে, আউলিয়াগণ আল্লাহ্র সঙ্গে বার্তালাপ ও বাক্য বিনিময়ের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত আর আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলেন না?

হে আমার ভাই! আপনি জানেন, উম্মতে মুসলেমার গ্রন্থগুলিতে আউলিয়াগণের সঙ্গে আল্লাহ্তা'লার বাক্যালাপ ও স্বীয় নিকটবর্তী বান্দাগণের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের ব্যাপকহারে উল্লেখ রয়েছে। সেই কল্যাণমন্ডিত সত্তা স্বীয় বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে চান তার উপর ওহী অবতীর্ণ করেন; যাকে চান ঈমান ও বিশ্বাসে বর্ধিত করেন। আপনি কি সেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) 'র 'ফুতুহুল গায়েব' পুস্তকটি পড়েন নি, তিনি কত নিপুণভাবে ঐশী বার্তালাপের বাস্তবতা বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্তা'লা অতি উত্তম ও বাগ্মিতাপূর্ণ শব্দ দ্বারা বার্তালাপ করেন এবং তাদেরকে গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত করেন। প্রত্যেক বিশেষ সংবাদ তাদের জানান। তাদেরকে নবীগণের শিক্ষা, জ্যেতি, অন্তর্দৃষ্টি ও মোজে'যা প্রদান করেন। কিন্তু এ দান তাদের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ উত্তারাধিকার সূত্রে প্রদান করা হয়ে থাকে; প্রকৃতার্থে নয়। তিনি (খোদাতা'লা) আকাশ পৃথিবী ও ঐশী সাম্রাজ্যে সর্বত্রই তাদের বিচরনের অধিকার প্রদান করেন। অতএব আপনি তাদের পদমর্যাদা পর্যবেক্ষন করুন ও হতভম্বিত হবেন না। কেননা আল্লাহ্তা'লা বড়োই উদার; কৃপন নন। তিনি যা চান স্বীয় বন্দাদের প্রদান করে থাকেন। আল্লাহ্ স্বীয় প্রিয় পুস্তকে (কুরআন) ইলহামপ্রাপ্তদের ঘটনা আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। তিনিই আমাদের বলেছেন, তিনি মূসা (আ.)'র মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। জুলকারনাঈন ও হাওয়ারীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। তন্মধ্যে একজনও নবী ও রসূল ছিলেন না। হ্যাঁ, তাঁরা সকলেই ছিলেন (আল্লাহ্র- অনুবাদক) প্রিয় বান্দা। এটি কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তিনি বনী ইস্রাঈলের মহিলাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন ও তাদেরকে ঐশী বাণী দ্বারা সম্মাননা প্রদান করেছেন, অথচ তিনি এই উম্মতের পুরুষদেরকে (ওহী ইলহামের) এর থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন! যখন কী না এরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (খয়রুল মুরসেলীন সা.) এর উম্মত এবং তিনি (সা.) নিজেই এই উম্মতের নাম রেখেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত (খয়রুল উমাম) এবং এর মধ্যেই সকল উম্মতের ইতি টেনেছেন। তিনি বলেন,

ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অর্থাৎ সেই (জাতিতে) পরিপূর্ণ মহিলা ও পরিপূর্ণ পুরুষ ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হবে।

হে আমার ভাই! আল্লাহ্ আপনাকে ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা দান করুন। আপনি জানেন বর্তমান যুগে একজন মোজাদ্দেদ আগমনের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যিনি ধর্মের সাহায্যকারী হবেন, দলিল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করবেন ও শয়তানদের বিতাড়িত করবেন। আপনি কি পথ ভ্রষ্টতার প্রধান্য দেখতে পাচ্ছেন না? কাফেরদের আক্রমণ সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে ও তারা চর্তুদিক হতে ঘিরে ফেলেছে। কতই না উম্মত ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। নৈরাজ্য কি আপনার পরিলক্ষিত হচ্ছে না? ইসলামের উপর অবতীর্ণ বিপদাবলী আপনাকে ব্যাথিত করছে না? আপনার কাছে কি এই সংবাদ পৌঁছায়নি নাকি এ সম্পর্কে আপনি অবগত নন? (বলুন তো) কাফেরদের ফেত্না কি দিনের পর দিন বাড়ছে না? লক্ষণাবলী প্রকাশের সময় কি উপস্থিত হয়নি? জঙ্গল, শহর ও দেশে কি ফেত্না সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি? পরম করুণাময় খোদার করুণার কি সময় হয়নি? আমাদের এ যুগে ঘোর তমাসাচ্ছন্ন রাতে দলে দলে নেকড়ের আত্মপ্রকাশ কি হয়নি যদ্বারা আমি পরিবেষ্টিত হয়ে থেকে গেছি?

হে আমার ভাই দেখুন! জুলুম ও অত্যাচার এবং ঘোর অন্ধকার কীভাবে মানুষদেরকে ঘিরে রেখেছে, সকল দিক হতে কুকুরদের বিভিন্ন প্রকার চিৎকার আমাদেরকে ভয়ার্ত করে তুলেছে, বিলাপ ক্রন্দন ও বুক ফাটা আর্তনাদ চরম সীমায় পৌঁছেছে, লুটমার করে আমাদেরকে অকেজো করে দেওয়া হচ্ছে, অনিষ্টকর মৃত্যুর ন্যায় কাফেররা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাক্ওয়া ও পুণ্য হারিয়ে যাচ্ছে, আমার উপর এমন এমন বিপদাবলী এসে উপস্থিত হচ্ছে তা যদি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে পাহাড় টুকরো টুকরো ও পেয়ালার ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। শিরক্, মিথ্যা ও কুকর্ম দ্বারা পৃথিবী ভরে উঠেছে এবং সারি সারি দুষ্ট মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছে।

ইসলামের এই শোচনীয় অবস্থায় আমি প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মহিলার ন্যায় ক্রন্দন করেছি। আমি ধ্বংসের পথকে অবলোকন করেছি এবং সর্বজ্ঞ খোদাতা'লার সাহায্যের অপেক্ষায় থেকেছি। এখন আল্লাহ্তা'লার ভালবাসা ও সমর্থনের সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। আমাকে উচ্চ পর্যায়ের ইলহাম ও সাক্ষাতের স্বচ্ছ পানীয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যেমন গর্ভবতী মহিলাকে প্রসব যন্ত্রনার পর পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়ে থাকে। আমি আনন্দিত হয়েছি। আমার এই কল্যাণকে স্বীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে বন্টন করার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্র উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সে কারণে তারা আমায় কাফের আখ্যায়িত করেছে, তিরস্কার করেছে, গালি গালাজ করেছে, আমাকে কঠিন পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত করেছে, দেশে-বিদেশে আমাকে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আমি অধিকাংশ আলেমদেরকে আত্মপূজা ও স্বীয় কামনা বাসনার হাতে বন্দি পেয়েছি এবং তাদের অবস্থা মলিন পোশাকে আবৃত এমন ভৃত্যের ন্যায় যার চলন খোঁড়া, কান বধির, চক্ষু পর্দাবৃত, হৃদয়ে ব্যাধি ও যে তার মালিকের কাছে বোঝাস্বরূপ এবং তার মধ্যে এমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যা ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করবে। তারাই স্বীয় ভাইদেরকে অত্যাচারের লক্ষ্যবিন্দু বানায় কিন্তু স্বীয় শত্রুদের হামলাকে ভুলে যায়। আমি দেখেছি তাদের হৃদয় পুরস্কার ও উপঢৌকন প্রাপ্তির দিকে ধাবিত; নামাজের দিকে নয়। তারা মানুষদের কাছ থেকে হাদিয়া নেওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে; হেদায়াত অর্জনের জন্য নয়। বন্ধুদের সমব্যথী হয়ে পুণ্য অর্জনের পরিবর্তে অহঙ্কারের পোশাককেই তারা অধিক গুরুত্ব দেয় এবং নিজের ভাইদেরকে বিছার ন্যায় দংশন করে চলেছে। যতই সে নিকট আত্মীয় হোক না কেন। বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের প্রতি তাদের কোন ভীতি নেই। আর তারা তাদের উপার্জন অন্বেষণে খোদাকে ভয় করে চলে না। ধনী ব্যক্তিদের চৌকাঠে তারা দৌড়ে যায় (কিন্তু) মহানুভব খোদার দরবারে ভুলেও যায় না। এতদ্সত্ত্বেও নিজের ভাইকে কাফের আখ্যা দিয়ে মনে করে খুব উত্তম কাজ করছে। যে সকল মানুষেরা স্বীয় সত্তা,

সম্মান ও সম্পদের উপর খোদাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে, কাফের আখ্যায়িতের কাফের আখ্যা ও মিথ্যা প্রতিপাদনকারীর মিথ্যা প্রদিপাদন তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? আন্তরিক মানুষের সাথে এমন বিশুদ্ধ প্রেম করতে পারে এমন কে আছে? পুণ্যের দিক থেকে সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ থেকেও তাঁর করুণা ছাপিয়ে গেছে। তাঁর অনুগ্রহ প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টাকে ব্যার্থ করে না।

হে সম্মানীয় ভাই! কোমলতা অবলম্বন করুন। কেননা কোমলতা হল সকল কল্যাণের উৎস এবং ভদ্র মানুষের চিহ্ন। আপনার সকল সন্দেহ আমার সম্মুখে উপস্থাপন করা দরকার যাতে করে আমি আপনাকে বিনষ্ট জিনিস সম্পর্কে অবগত করতে পারি। ইনশা'ল্লাহ্ প্রকৃত বন্ধু ও সেবকের ন্যায় চলার পথের সঙ্গী হিসাবে আপনি আমাকে পাবেন। আল্লাহ্ আমাকে এমন শক্তি প্রদান করেছেন, আমি মানুষের হৃদয় হতে সকল প্রকার সন্দেহ দূরীভূত করতে সক্ষম। তিনি সৃষ্টিকুলের শিক্ষা প্রদান, বিতণ্ডার অবসান ও সত্য প্রকাশের দ্বার আমার নিকট উন্মোচিত করেছেন। আমি আল্লাহ্র কৃপায় অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যারা সঠিক নয় তারা আমাকে সনাক্ত করতে পারেনি। তারা আল্লাহ্তা'লার নিদর্শন দেখেও অস্বীকার করেছে, (আমার উপর) অন্যায় আক্রমণ করেছে, গালি দিয়েছে, গভীর বক্র দৃষ্টিতে দেখেছে, ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে, তারা হেদায়াত অন্বেষনকারীদের প্রতি ন্যায় বিচার ও বিশ্লেষণ করেনি।

আল্লাহ্র কসম! আমি সত্য; কোন প্রবঞ্চক নই। আল্লাহ্র কসম! এই নশ্বর পৃথিবী ও এর পার্থিবতার মোহগ্রস্ত আমি নই। কুমন্তব্যকারীদের প্রতি পরিতাপ, সেই সঙ্গে সীমা অতিক্রমকারীদের প্রতিও শত সহস্র পরিতাপ!

আমার অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তার সকল বিষয়ে (নিজের) প্রেমিককেই প্রাধান্য দেয়, তার হয়ে যায়, তার সানিধ্যলাভের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টায় রত থাকে এবং তার সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ সফর

পাড়ি দেয়। সে তার জন্মভূমি ও বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে প্রিয়তমের জন্য আপন ঘর বাড়ি, অর্থ সম্পদকে বিদায় জানিয়েছে। বরং স্বীয় প্রেমাস্পদের জন্য সে নিজে এতটাই উদাসীন যেন তার অবস্থা আত্মবিলীনকারীদের ন্যায়। আল্লাহ্‌র মহিমা ও মর্যদার শপথ, আমি আমার প্রভুর দীপ্তিমান চেহারাকে সকল চেহারার উপর, তাঁর চৌকাঠকে সকল চৌকাঠের উপর, তাঁর সন্তুষ্টিকে সকল সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়েছি। তাঁর সম্মানের কসম! প্রত্যেক মুহূর্তে তিনি আমার সঙ্গে ও আমি তাঁর সঙ্গে রয়েছি। আমি ঐশী সম্পদকে অগ্রাধিকার দিয়েছি আর এটিই আমার জন্য যথেষ্ট যদিও আমার দাফন কাফনের জন্য একটি দানাও না থাকে। দারিদ্রতা, একাকীত্ব ও অসহায় হয়েও আমি আনন্দিত। আমার প্রভুর ভালবাসা আমার আপাদমস্তক সঞ্চালিত হচ্ছে, তাঁর স্নেহময় চেহারা আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে এবং তাঁর সুমহান দরবারে আমার অবস্থান ইহজাগতিক কোন মানুষ জানে না। হে আমার প্রিয়! প্রারম্ভিক কালে কিছু গোপনীয় বিষয় পর্দার অন্তরালে ছিল আর এটিই ছিল নিয়তি। অতঃপর আমার সময়ে সেই নিয়তি প্রকাশ্যে আসে, পর্দার উন্মোচন ঘটে আর অত্যাচারীদের ভ্রান্তি প্রকাশ্যে আসে।

আমার প্রভু এমনটাই করেছেন যাতে করে অহঙ্কারী আলেম সম্প্রদায়ের লয় হয় এবং আত্মভরী মানুষদের উচ্চতর ঘৃণাকে স্বীয় শক্তি দ্বারা প্রকাশ করেন। মসীহ্‌র আগমনের উদাহরণ ইলিয়ার আগমনের অনুরূপ। আল্লাহ্‌ তার (ইলিয়া) আগমনের প্রতিশ্রুতি করেন কিন্তু ইয়াহিয়া আগমন করেন। এর মধ্যে বিচার বিশ্লেষনকারীদের জন্য হেদায়াতের সামগ্রী রয়েছে। আপনি যদি না জেনে থাকেন তাহলে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের নিকট হতে জেনে নিন। পরম্পরাগত ভাবে এই ঘটনা চলে আসছে। এ সম্পর্কে কেউ দ্বিমত নয়। অতএব সঠিকভাবে অনুসন্ধান করুন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবেন না।

হে স্নেহের ভাই! আহলে কিতাবে ইলিয়ার ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য এবং পূর্ব হতেই বিদ্যমান। এই বাস্তবতাকে আল্লাহ্‌তা'লা (বনী ইস্রাঈলের) নবীগণের নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব আপনি তাঁদের

হেদায়াতের অনুসরণ করুন এবং বেদা'তকারীদের ন্যায় হবেন না। অতঃপর প্রতীয়মান হোক, আমি উক্ত উদাহরণকে মজবুতির সঙ্গে ধারণ করেছি যা পূর্ব হতেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আপনার কাছে তো কোন প্রমাণ নেই। তাহলে (বলুন) আমাদের মধ্যে অধিক শান্তিকামি মানুষ কে? অতএব বেদা'ত প্রদর্শনে জোর দেখাবেন না। আল্লাহ্‌র সুন্নত সম্পর্কে আপনার যদি জ্ঞান না থেকে থাকে তাহলে আপনি বিজ্ঞ পন্ডিতদের নিকট হতে জেনে নিন। (তবে হ্যাঁ) বাস্তবেই আপনার যদি (সত্য জানার) আকাঙ্খা থেকে থাকে, আপনার পূর্বজদের মধ্যে সঞ্চারিত আল্লাহ্‌র সুন্নতকে আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করেছি। আপনি কিন্তু আপনার দাবির সমর্থনে কোন 'সুন্নতে ইলাহি'কে বর্ণনা করেন নি। (বাস্তব ঘটনা হল) আপনি আল্লাহ্‌র সুন্নত (চিরাচরিত বিধান) এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য দেখতে পাবেন না। অতএব বেপরোয়া মানুষদের ন্যায় বিরোধীতা করবেন না।

আপনি জানেন, আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় গ্রন্থে (কুরআন) আপনাদের মন্তব্যকে রদ করেছেন এবং তিনি আমাদের নবী (সা.) এর মৃত্যু যেভাবে تَوَفّٰى শব্দটি দ্বারা উল্লেখ করেছেন ঠিক তেমনই ঈসার মৃত্যুকেও শব্দ تَوَفّٰى (তাওয়াফ্‌ফি) দ্বারা উল্লেখ করেছেন। মসীহ্‌ সম্পর্কে আপনারা তো বাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকেন কিন্তু আমাদে নেতা ও প্রভু (সা.) সম্পর্কে এরূপ বাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন না। তাহলে এটি তো অস্পূর্ণ বিভাজন ও ধর্মে খেয়ানত করা হল। আপনি কিন্তু আল্লাহ্‌কে ভয় পান না ও চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দেন না। বরং আপনি এক মোহগ্রস্ত পক্ষির ন্যায় মলত্যাগ করছেন কিন্তু পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে নিম্নে অবতরন করছেন না। সত্যবানের তির বর্ষণকেও ভয় পান না। আপনি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাহলে মসীহ্‌র বেঁচে থাকা, তাঁর অবতরণ ও (এ সংক্রান্ত) পূর্বের কোন ঐশী বিধানস্বরূপ আয়াত কেন উপস্থাপন করছেন না? আল্লাহ্‌র গ্রন্থ (কুরআন), মহানবী (সা.) এর সুন্নত ও বিগত ঈমানদারগণের কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী আপনার এই বেদা'তগুলিকে আমি কীভাবে গ্রহণ করে নেব? আমি কি আপনার মন্তব্যকে স্বীকৃতি জানব

আর সকল প্রশিক্ষক হতে সর্বাধিক সত্যবাদী (সা.)'র বাণী ও মতাদর্শকে পরিত্যাগ করব? অতএব হে বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী! আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করবেন না। অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁর নেয়ামতকে তিরস্কার করবেন না। প্রত্যাদিষ্টদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবেন না। কেননা, স্বীয় প্রভুর জ্যোতি দ্বারা তাঁদেরকে জ্যোতির্ময় করা হয়ে থাকে। তাঁরা আল্লাহ্‌ ব্যাতিরেকে কাউকে ভয় করেন না। অতএব আপনি তাঁদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কাপুরুষ, তিরস্কৃত নামে আখ্যায়িত করবেন না। আল্লাহ্‌র বিরূদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতির বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখাবেন না। সেই সকল কল্পিত ধারণার পশ্চাদানুসরণ করবেন না যার বাস্তবিক জ্ঞান আপনার নেই। কল্পনা সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন কাজে আসে না। সুতরাং সত্য সমাগত এবং আপনার লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী। আমি যদি মিথ্যুক হয়ে থাকি তাহলে এর শাস্তি আমি পাব আর যদি সত্য হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ্‌ আমার সাহায্য ও সহায়তা দান করবেন, সমগ্র সৃষ্টিকুলকে আমার সত্যতা ও আমার জ্যোতি প্রদর্শন করবেন এবং আল্লাহ্‌ স্বীয় সত্য বান্দাকে বিনষ্ট করেন না।

আমার ন্যায় ঐশী স্নেহধন্য বহু দরবেশ ও ইমামকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয়কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, কতিপয়কে হত্যা করা হয়েছে, কতিপয়কে তাঁদের দেশ ও বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাঁদেরকে দুঃখ দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় ঐশী সাহায্য তাদের নিকট উপস্থিত হয়। তাদেরকে বিনষ্ট করা হয়নি। তাঁরা সফলকাম হয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে প্রভূত কল্যাণ ও সম্মানে বর্ধিত করেছেন। বহু সংখ্যক হৃদয়কে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছেন এবং তাঁদের কল্যাণরাজি পরবর্তীতে আগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। সেভাবেই আমার প্রভু আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন,

"আমি তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করব* এবং তোমাকে জ্যোর্তিমন্ডিত

* টীকা : আল্লাহ্‌ ও তাঁর আয়াতের প্রতি ঈমান আনয়নকারীর জন্য আবশ্যক হল, এ বিষয়ে ঈমান আনয়ন করা যে, আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাগণের

করে তুলব। বাদশাহ্ তোমার পোশাক হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" পুনরায় বলেন, "তোমার অবমাননাকারীকে আমি লাঞ্ছিত করব। তোমার প্রতি হাসি বিদ্রুপকারীর জন্য আমিই যথেষ্ট। হে আহ্মদ! খোদা তোমার মধ্যে কল্যাণ নিয়োজিত করেছেন। তুমি যা নিক্ষেপ করেছ তা তুমি নয় বরং খোদাতা'লা নিক্ষেপ করেছেন, যদ্বারা যাদের পিতৃ-পিতামহদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় ও অভিযুক্তের পথ উন্মোচিত হয়। অর্থাৎ তোমার প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সনাক্ত করা

মধ্য হতে যাকে চান তার উপর ওহী করতে পারেন, তিনি রসূল হোন আর রসূল না হোন। যার সঙ্গে ইচ্ছা বাক্যালাপ করতে পারেন, সে তিনি নবী হোন অথবা মোহাদ্দিস। আল্লাহ্তা'লার স্বীয় পুস্তকে প্রদেয় সংবাদ আপনি কি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন নি? তিনি মূসা (আ.) 'র মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বলেন,

وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

(ভীত হয়ো না আর দুঃখিত হয়ো না। আমি পুনরায় তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রসূলগণের মধ্য হতে এক রসূল তৈরী করব- আল্ কাসাস 28:08)। এভাবেই তিনি হাওয়ারীদের উপর ওহী করেন এবং জুলকারনাঈনের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেন। এসম্পর্কে তিনি স্বীয় গ্রন্থে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। অতঃপর সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

(পূর্ববর্তীদের মধ্যে একটি বড় জামাত রয়েছে এবং পরবর্তীদের মধ্যেও একটি বড় জামাত রয়েছে- আল্ ওয়াকেয়া 56:40-41) এই আয়াতে তিনি ইশারা করেন, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতে বাক্যালাপ হয়েছিল ঠিক অনুরূপ এই উম্মতেও বাক্যালাপ করা হবে। সুতরাং কুরআন শরীফ থেকে উপদেশ অর্জনের সত্যিকার উন্মুখ ব্যক্তির আল্লাহ্র গ্রন্থের ব্যাখ্যার পর কোন দ্বিধা থাকবে না আর সে সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের বিধি-

যায়। তুমি বলে দাও, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী। তুমি বলে দাও, সত্য এসেছে ও মিথ্যা পলায়ন করেছে এবং মিথ্যা সর্বদা পলায়ন করে থাকে। সকল কল্যাণের উৎস মুহাম্মদ (সা.)। অতএব বড়োই কল্যাণময় সেই ব্যক্তি যিনি শিক্ষা দিয়েছেন ও যিনি শিক্ষা অর্জন করেছেন। বলে দাও, আমি যদি মিথ্যাচার করে থাকি তাহলে আমার পাপ আমার কাঁধে বর্তাবে। তারাও পরিকল্পনা করছে আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করছেন। বস্তুতঃ

নিষেধগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন ও এর নিষেধাজ্ঞা হতে বিরত থাকে না সে এমন ব্যক্তি যার এতে ঈমান নেই আর না তাকে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

সকল আউলিয়াগণ এ বিষয়ে একমত যে, মোহাদ্দিসগণের সঙ্গে আল্লাহ্তা'লা বাক্যালাপ করে থাকেন। যেমনটা আমার আকা ও হাবিব সেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) স্বীয় পুস্তক "ফুতুহুল গায়েব" এ সত্যানুসন্ধানী ভক্তদের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হল, তিনি বলেন, আল্লাহ্ ওয়ালাদের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে যদ্বারা তাদের সনাক্ত করা যায়। সেই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি হল, অলৌকিকতা, দিব্যদর্শন, ঐশী বাণী ও ইলহাম, আল্লাহ্তা'লার ভয়, তাঁর সত্তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রদান করা ইত্যাদি। আর এগুলি মুত্তাকীদের জন্য আবশ্যক।

তিনি পুনরায় বলেন, যখন তুমি পৃথিবীর মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাকে বলা হবে, "আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন, তোমার মধ্য হতে তোমার আশা-আকাঙ্খার বিনাশ করুন।" যখন তুমি তোমার আশা-আকাঙ্খা হতে মুক্ত হবে তখন তোমাকে বলা হবে, "আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন ও তোমাকে নূতন জীবন দান করুন।" এভাবেই তুমি মৃতদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর তোমাকে নব জীবন দান করা হবে। যার পর কোন মৃত্যু নেই। তুমি এরূপ সম্পদ অর্জন করবে যার পর কোন দারিদ্রতা বিরাজমান থাকবে না। তোমাকে প্রদান করা হবে অতঃপর তোমাকে বঞ্চিত

আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাই সর্বোত্তম হয়ে থাকে। তিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহ প্রেরণ করেছেন যেন এই ধর্ম সকল ধর্ম হতে প্রাধান্য পায়। খোদার বাক্যকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি অতএব তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে থাক। তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্‌র সঙ্গে থাক। যেদিকেই তুমি দৃষ্টি ফেরাবে সেখানেই আল্লাহ্‌র দৃষ্টি থাকবে। তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানুষের উপকারার্থে ও মোমিনদের গর্বের কারণ রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। তুমি

করা হবে না। এমন শান্তিপ্রাপ্ত হবে যার পর কোন দুঃখ থাকবে না। এমন কল্যাণ প্রদান করা হবে যার পর কোন বিপর্যয় আসবে না। এমন শিক্ষা প্রদান করা হবে যার পর কোন অজ্ঞতা থাকবে না। এমন প্রশান্তি দান করা হবে যার পর কোন ভয় ভীতি থাকবে না। তুমি সৌভাগ্য অর্জন করবে; দুর্ভাগ্য নয়। তোমাকে সম্মাননা প্রদান করা হবে; লাঞ্ছনা নয়। তুমি নৈকট্য অর্জন করবে; দূরত্ব নয়। তোমাকে উন্নতি প্রদান করা হবে; অবনতি নয়। তোমাকে সম্মান করা হবে; অপমান নয়। তোমাকে পূত-পবিত্র করা হবে, তোমার মধ্যে কোনরূপ মলিনতা অবশিষ্ট থাকবে না।

আল্লাহ্‌ তোমাকে মুক্তি দান করুন, সীমালঙ্ঘনকারীদের পথের আবর্জনা হতে পবিত্র করুন। তখন তোমার সম্পর্কে কৃত আশা পূর্ণ হবে ও তোমার হয়ে বলা বাক্য সত্যতা অর্জন করবে এবং তুমি এক পরশ পাথরে পরিণত হবে, এত বেশি যে তোমায় খুব কমই চিনতে পারা যাবে। তুমি অতীব সম্মানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে। অপর কোন ব্যক্তির অংশিদারত্ব ব্যতিরেকে এমন এক ও এককে পরিণত হবে যার ক্ষমতা অন্য কারোর থাকবে না। তুমি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে উর্দ্ধলোকের মানুষে পরিণত হবে; ধরাভূমির নয়। বরং তুমি এক ও এককে (অসাধারণ সত্তায়) বিলীন ও অদৃশ্য হয়ে যাবে। তখন তুমি সকল নবী, রসূল ও সিদ্দিকের উত্তরাধিকারে পরিণত হবে। আর যে সকল জ্যোতি ও গোপন রহস্য, কল্যাণ, সম্বোধন, ওহী ইলহাম ইত্যাদি নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বজগতের প্রতিপালক তাঁদের

খোদার আশিস হতে হতাশ হয়ো না। সাবধান! খোদার আশিস অতি সন্নিকটে। সাবধান! খোদার সাহায্য খুবই নিকটে। তাঁর প্রত্যেক সাহায্য দূরের পথ অতিক্রম করে তোমার নিকট পৌঁছবে। স্বীয় পক্ষ হতে খোদা তোমাকে সাহায্য করবেন। সেই ব্যক্তি তোমাকে সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমি স্বীয় পক্ষ থেকে ইলহাম প্রদান করব। খোদার বাক্যের রদ বদল হয় না। আমার নিকট তুমি যোগ্য ও সাধু (আমীন) ব্যক্তি। যারা বলে, এ তো ওহী নয়; নিজের পক্ষ হতে প্রস্তুতকৃত বাক্য

প্রদান করেছিলেন তা তোমাকে প্রদান করা হবে। তোমার মধ্যেই আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অবসান ঘটবে আর তুমি আধ্যাত্মিক পুরুষদের মেরুদণ্ডে পরিণত হবে। তোমার দ্বারাই দুঃখের অবসান হবে, বারিধারা বর্ষণ হবে, ফসল উৎপন্ন হবে। তোমার কল্যাণেই বিশিষ্ট ও সাধারণের দুঃখ ও বিপর্যয় এবং সিমান্তবাসী, রাজা, প্রজা, ইমাম, উম্মত এক কথায় সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শান্তিদাতা হবে। তুমি স্বীয় এলাকার মানুষদের সংরক্ষক ও প্রত্যাদিষ্ট্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পথচারী ও আরোহীরা দ্রুত গতিতে তোমার নিকট আসবে। সেই সঙ্গে সকল বস্তুর স্রষ্ঠার ইচ্ছায় বদ্যানতা, উদারতা ও সেবার হাত সর্বাবস্থায় তোমার দিকে প্রসারিত হতে থাকবে। জিহ্বা পবিত্রতা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই প্রশংসা ও গুণকীর্তনের গান গাইতে গাইতে তোমার নিকট আসবে। বিশ্বাসীদের মধ্যে হতে দু'জন ব্যক্তিও তোমার বিরোধীতা করবে না। পন্ডিত ও অজ্ঞদের হৃদয় তোমার প্রতি অবনত হবে। অনন্ত খোদা তোমাকে আহ্বান জানাবে। প্রভু ও প্রতিপালক তোমাকে শিক্ষা প্রদান করবেন। স্বীয় পক্ষ হতে জ্যোতির পোশাক ও বস্ত্রে তোমাকে সুসজ্জিত করা হবে। আম্বিয়া এবং সিদ্দিকগণের ন্যায় বিগত দিনের উচ্চ পর্যায়ের পন্ডিতের পদমর্যদায় তোমাকে ভূষিত করা হবে। তখন সৃষ্টির আদেশ ও অলৌকিকত্ব তোমাকে দেওয়া হবে। সুতরাং এই পরিবর্তনগুলি তোমার সহজাত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে পরিলক্ষিত হবে। বাস্তবিক অর্থে তা খোদারই অভিপ্সা ও কর্মকাণ্ড। তুমি তখন

মাত্র। তাদের বলে দাও, খোদা, যিনি এসব ওহী অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তাদেরকে ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে দাও। খোদাতা'লার প্রতি মিথ্যারোপকারী হতে অধিক জালিম আর কে হতে পারে? ধর্মিয় ও জাগতিকতায় তোমার প্রতি আমার রহমত বর্ষিত হবে। তুমি অবশ্যই ঐশী সমর্থিত ব্যক্তিবর্গদের অন্তর্ভুক্ত। তোমার জন্য সুসংবাদ হে আমার আহ্মদ! তুমি আমার অভিপ্সা ও আমার সঙ্গে বিদ্যমান। তোমার সম্মানের বৃক্ষ আমি নিজের হাত দ্বারা রোপন করেছি। তারা

এমন দয়ার্দ্র ও বিনীত স্বভাববিশিষ্টদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যাদের হৃদয়ে বিনয় অবস্থান করবে, যাদের জৈবীয় কামনা-বাসনা অবসান হয়েছে, যাদেরকে তাদের স্বভাবজাত চাহিদা হতে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ঐশী অভিপ্রায় ও দৈনন্দিন কামনা বাসনা তাদের জন্য নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যদ্বারা তারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। আল্লাহ্‌র কার্যাবলী আউলিয়া ও আব্‌দালদের (আধ্যাত্মিক পুরুষ) ক্ষেত্রে এরূপ উন্মোচিত হয় যা বুদ্ধি ও বিবেককে স্তম্ভিত করে দেয় এবং সেসব অত্যাশ্চর্য অলৌকিকতা ঐশী বিধানে পর্যবশিত হয়। আল্লাহ্‌তা'লা তার সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ বাক্যালাপ ও স্বস্নেহে কথা বলেন, উত্তম অনুদান, উচ্চ মর্যাদা ও স্বীয় নৈকট্যের এমন সুসংবাদ দেন যদ্বারা তার সকল বিষয় খোদার দিকে ধাবিত হয়। সাম্প্রতিক কালে এহেন (উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বদের উন্নত কার্যাবলীর) বহু পর্যালোচনা হয়েছে যা উল্লেখ করলে কলম (এর কালি) নিঃশেষ হয়ে যাবে। (এ সব কিছুই) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও অনুকম্পা এবং তাঁর পক্ষ থেকে তাদের (ইহ জগতে) আমৃত্যু দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য প্রদান করা হয়েছে। অপার করুণাময় খোদাতা'লার পক্ষ থেকে এটি তাদের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর কোন কোন গ্রন্থে বলেছেন, হে ইবনে আদম! আমিই আল্লাহ্। আমার ছাড়া কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই। (যখন) আমি কোন বিষয় সম্পর্কে বলি 'হয়ে যাও' তখন তা 'হওয়া শুরু করে' এবং তা হয়েই থাকে। তুমি আমার আনুগত্য কর। আমি

কি আশ্চার্যন্বিত হচ্ছে? তুমি বলে দাও, খোদা অসাধারণ। তিনি স্বীয় বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে চান মনোনীত করেন। নিজের কাজের জন্য তিনি জিজ্ঞাসিত হন না বরং মানুষরাই জিজ্ঞাসিত হয়। এই দিন আমরা মানুষদের মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। খোদা যখন মোমিনদের সাহায্য করেন তখন তার বহু নিন্দুকের উপস্থাপন করেন। আনন্দের সহিত মানুষদের সঙ্গে মিলিত হও এবং তাদের সাথে স্নেহসুলভ আচরণ কর। এক্ষেত্রে তুমি মূসার স্থানে অধিষ্ঠিত। সেহেতু অত্যাচারীর

তোমাকেও এমন বানিয়ে দেব যে, (যদি) তুমি কোন জিনিস সম্পর্কে বলবে, হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ তা হতে শুরু করবে। বাস্তবেই আল্লাহ্তা'লা সিদ্ধ জ্ঞান তাপস আউলিয়াগণকে পৃথিবীতে পর্বত ও সুউচ্চ শৃঙ্গ স্বরূপ তৈরী করেছেন। আর পৃথিবীকে তাদের জন্য جَنَّةُ الْمَأْوٰى (স্থায়ী আশ্রয়স্থল) তৈরী করেছেন। তাদের জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে; পৃথিবী ও আখেরাত। তারা পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর পাহাড়ের ন্যায় দন্ডায়মান। তারা (আউলিয়াগণ) সত্যবাদীতা ও খোদাভীতিতে অন্যন্য সাধারণ হয়ে উঠেছন। সুতরাং হে মিসকিন! (উত্তম হবে) তুমি তাদের রাস্তা থেকে সরে যাও। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর না। এরা (আউলিয়াগণ) সেই মানুষ (যাদের) পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি কেউই তাদের সত্য অভিপ্রায়ের পথে অন্তরায় হতে পারেনি। সে কারণে এই সকল মানুষেরা আমার প্রভুর সৃষ্ট ও পৃথিবীতে বিস্তৃত সকল সৃষ্টিকুল হতে উত্তম। অতএব তাদের সকলের উপর আল্লাহ্র শান্তি, পুরস্কার ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। হে সত্য পথের সন্ধানী! যখন বলিষ্ট তোমার জ্ঞান ও বিশ্বাস, আর তোমার হৃদয় যখন উন্মোচিত হবে, যখন তোমার হৃদয় জ্যোতি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, স্বীয় প্রভুর নৈকট্য ও তাঁর দরবারে তোমার মর্যাদা, তাঁর কাছে তোমার আমানত এবং (ঐশী) রহস্যভেদের জন্য তোমার প্রচেষ্টা যখন বৃদ্ধি পাবে তখন তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা দান করা হবে। ফলতঃ মৃত্যুর পূর্বেই তুমি তোমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। এটি তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও পুরস্কার

অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ কর। লোকেরা কি এই ধারণা নিয়ে বসে রয়েছে যে, আমরা ঈমান আনয়ন করেছি তাদের কথা অনুযায়ি তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে আর তাদের কথানুযায়ী কোন পরীক্ষা করা হবে না? এখানে একটি ফেত্না রয়েছে অতএব ধৈর্য ধারণ কর যেভাবে দৃঢ়চেতা নবীগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। সাবধান! সেই পরীক্ষা খোদাতা'লার পক্ষ থেকে যেন তারা তোমাকে ভালবাসে। পরিপূর্ণ ভাবে খোদাতা'লা তোমার প্রতিদান দেবেন। তোমার প্রভু তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন,

যা তোমার জন্য অনেক বড় সমাদর ও তোমার সম্মাননা এবং তোমার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাজনক। অতএব কোনরূপ ময়লা আবর্জনা ছাড়াই খোদার স্পষ্ট আদেশ হতে, সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্তমান দলিল প্রমাণাদি হতে, সমস্ত সুস্বাদু বস্তুর থেকেও অধিক সুস্বাদু কালাম হতে, সকল প্রকার সন্দেহর উর্দ্ধে সত্য ইলহাম হতে, অহঙ্কারী চিন্তাভাবনা ও শয়তানী অভিসম্পাত হতে পবিত্র হয়ে তখন তুমি স্রষ্ঠায় পরিণত হবে। এখানেই মহামান্য দরবেশ ও যামানার ঈমাম (রা.)'র উক্তির সমাপ্তি হল। এখানে আমি যা কিছু উপস্থাপন করেছি তা আমার পক্ষ থেকে তাঁর (উক্তির) সারাংশ মাত্র। আপনার যদি কোন সন্দেহ থেকেই যায় তাহলে তাঁর 'ফুতুহুল গায়েব' পুস্তকটি পর্যবেক্ষণ করুন। শ্রদ্ধেয় ইমাম (হযরত সেখ আব্দুল কাদের জিলানী) সাহেবের লেখনী হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, যেভাবে নবীগণের উপর ওহী অবতীর্ণ হয় ঠিক একই ভাবে আউলিয়াগণের উপরও ওহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে নবী হোক অথবা ওলি কোন পার্থক্য থাকে না। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বীয় পদমর্যাদা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ওহী-ইলহামের অংশীদার হয়ে থাকে। হ্যাঁ, মর্যাদার দিক থেকে নবীগণের উপর অবতীর্ণ ওহী হল শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ এবং ওহীর সকল প্রকারভেদের মধ্যে উন্নততম ওহী আমাদের রসূল খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওহী।

হযরত মোজাদ্দেদে ইমাম সরহিন্দি সেখ আহ্‌মদ (রা.) তাঁর শিষ্য

তোমাকে পরিপূর্ণ করবেন। এই সব মানুষেরা কেবল তোমাকে হাসি ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছে মাত্র। তুমি বলে দাও, আমি অবশ্যই সত্যবাদী। অতএব তুমি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমার নিদর্শনের অপেক্ষা কর। সমস্ত প্রশংসা খোদাতা'লার যিনি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম রূপে তৈরী করেছেন। বলে দাও, এটি আমার প্রভুর অনুগ্রহ আর আমি সকল প্রকার প্রশংসা ও খ্যাতি হতে নিজেকে পৃথক রাখি। আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ। তারা ঐশী জ্যোতিকে নিজের মুখের

তরবিয়তী টীকা

মুহাম্মদ সিদ্দিককে ওসিয়্যত করে এক পত্রে লেখেন, মিয়াঁ সিদ্দিক! স্মরণ রেখো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'লা মানুষের মুখোমুখি হয়ে বাক্যালাপ করেন আর তা নবীগণের সঙ্গে করে থাকেন। আবার কখনো কখনো কতিপয় পূর্ণ আনুগত্যকারীদের সঙ্গেও করে থাকেন। যখন কোন ব্যক্তির সঙ্গে অধিক পরিমাণে এরূপ বাক্যালাপ হয়ে থাকে, এমন ব্যক্তিকে মোহাদ্দিস নামে আখ্যায়িত করা হয়। এটি 'ইলহাম' নয় আর নাই বা হৃদয়ে অবতরণ করা ইলকা। আর এটি এমন কালাম নয় যা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বরং এ এমন এক কালাম (ঐশী বার্তালাপ) যা এক পূণ্য মানবকে সম্বোধন করে করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ যাকে চান স্বীয় রহমত দ্বারা বিশিষ্টতা দান করেন। এখানেই আহমদ সরহিন্দির উক্তি শেষ হচ্ছে। আপনি যদি অস্বীকার করেন তাহলে তাঁর লেখনীকে দেখে নিন। সেই ব্যক্তির কথা মনে করুন যিনি বলেছিলেন, وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِیْ (অর্থাৎ আমি এ সকল স্ব-ইচ্ছায় করিনি।আল্ কাহ্ফ 18:83) একই সঙ্গে আল্লাহ্তা'লার সেই আদেশকে স্মরণ করুন। আল্লাহ্ বলেন,

فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَیْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا قَالَتْ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِیًّا قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِیًّا

(তখন আমরা তার প্রতি এক ফেরেশ্তা প্রেরণ করি। সে তার জন্য এক মানুষের রূপ ধারণ করে। সে বলে, আমি তোমার নিকট রহমান

ফুৎকার দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহাতা'লা স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণাঙ্গীন মাত্রায় পৌঁছাবেন এবং ধর্মকে জীবিত করবেন। আমি তোমার উপর আকাশ হতে নিদর্শন অবতীর্ণ করব, শত্রুদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাই। রহমান খোদার আদেশ তাঁর খলিফার জন্য যার সাম্রাজ্য উর্দ্ধলোকে। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখ। আমার চোখের সামনে ও আমার আদেশে নৌকা তৈরী কর। যারা তোমার বয়া'ত করে তোমার নয় বরং তারা খোদার বয়া'ত করছে। তাদের হাতের উপর

তর্কাশ্রিত টীকা

খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তোমার মধ্যে তাক্‌ওয়া থেকে থাকে। তখন সে (ফেরেশ্‌তা) উত্তরে বলে, আমি তোমার প্রভুর এক দূত মাত্র। আমি তোমাকে এক পবিত্র সুদর্শন পুত্র দান করব। সূরা মার্‌ইয়াম 19:18-20) পর্যবেক্ষন করুন খোদার ফেরেশ্‌তা কীভাবে মার্‌ইয়ামের সঙ্গে কথোপকথন করছে। যদিও তিনি নবী ছিলেন না। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং আগ্রাসী হবেন না। এক সহীহ হাদিসে আমর ইবনুল হারিস বর্ণনা করেন, একদা জুমার দিন (হযরত) উমর (রা.) খোতবা প্রদান করছিলেন। হঠাৎ খোতবা বন্ধ করে দুই তিন বার 'ইয়া সারিয়াতুল জিবাল' (হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে- অনুবাদক) বলে চিৎকার করেন। অতঃপর খোতবা প্রদান করতে শুরু করেন। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর কতিপয় সাহাবা বলতে শুরু করেন, (উমর) উন্মাদ হয়ে গেছে। খোতবা ছেড়ে 'ইয়া সারিয়াতুল জিবাল' বলে চিৎকার করছে। এর পর আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) হযরত উমর (রা.)'র নিকট উপস্থিত হয়ে নির্দ্বিধায় আবেদন করেন, হে আমিরুল মো'মেনীন! আপনি তো মানুষদের আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনি খোতবার মধ্যেই উচ্চ নিনাদে 'ইয়া সারিয়াতুল জিবাল' বলেছেন। এ কি ব্যাপার? তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সারিয়া ও তার সাথিদের পাহাড়ের নিকট শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখি। শত্রুরা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে আক্রমণ করছে। (এই দেখে) আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি আর

আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে। বহু জাতি এমন রয়েছে যাদের জন্য আযাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে আর তারা পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত। অথচ্ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। তাদের বলে দাও, আমার স্বপক্ষে ঐশী সাক্ষ্য রয়েছে। অতএব তোমরা কি ঈমান আনবে না? তাদেরকে পুনরায় বলে দাও, আমার কাছে ঐশী সাক্ষ্য রয়েছে। অতএব তোমরা কি গ্রহণ করবে না? আমার সঙ্গে আমার খোদা রয়েছেন তিনি শীঘ্রই আমার পথ প্রসস্থ করবেন। হে আমার প্রভু! আমাকে দেখাও তুমি কীভাবে মৃতকে জীবিত কর। হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি ঐশী করুণা অবতীর্ণ কর। হে আমার প্রভু! আমাকে একা ছেড়ে দিও না তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। হে আমার প্রভু! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধন কর। হে আমার প্রভু! আমার ও আমার জাতির মাঝে সত্য মীমাংসা করে দাও আর মীমাংসাকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম। তারা তোমাকে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যদের সম্পর্কে সতর্ক করে। তুমি আমার চোখের সামনে রয়েছ। আমি তোমার নাম রেখেছি 'মোতাওয়াক্কিল' খোদার প্রতি আস্থাশীল)। আরশ্ হতে খোদা তোমার প্রশংসা করছেন ও তোমার উপর দরূদ প্রেরণ করছেন। হে আহ্‌মদ! আমার নামের পরিপূর্ণতালাভের পূর্বে তোমার নাম পূর্ণতা পাবে। তুমি পৃথিবীতে একজন হতদরিদ্র বরং একাকি এক পথিক, সৎকর্মশীল ও ঈমানদার মানুষদের

তত্ত্বীয় টিকা

অতর্কিতে 'ইয়া সারিয়াতুল জিবাল' বলে উঠি। যাতে তারা পাহাড়কে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে (আর নিজেদেরকে সুরক্ষিত করে ফেলে)। কিছু দিন অতিক্রান্তের পর সারিয়ার দূত পত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। (সেই পত্রে লেখা ছিল) জুমার দিন শত্রুরা আমাদের মুখোমুখি হয়। ফজরের নামাজের পর থেকে জুমা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করতে থাকি। ঠিক এই সময় আমরা এক ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনতে পাই। তিনি উচ্চ নিনাদে ঘোষণা করছিলেন, পাহাড়, পাহাড়। অতঃপর আমরা পাহাড়ের আশ্রয় নিই। (আর এমন আক্রমণ চালাই যে) আমরা শত্রুদের পরাজিত করতে শুরু করি। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের পরাজয় ও আমাদের বিজয় দান করেন। (গ্রন্থকার)

ন্যায় অবস্থান কর। আমি তোমাকে মনোনীত করেছি ও আমার ভালবাসা তোমার উপর অর্পণ করেছি। তৌহিদকে আঁকড়ে ধর, তৌহিদকে আঁকড়ে ধর। হে পারস্য সন্তান তুমি ঈমান আনয়নকারীদের সুসংবাদ প্রদান কর যে, খোদার নিকট তাদের পদক্ষেপ সততার পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত। আল্লাহ্তা'লার সৃষ্টিকুল হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না ও তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ক্লান্ত হয়ো না এবং অনুগামীদের জন্য স্বীয় বাহুকে অবনত রাখ যারা সুফ্ফাদের (আত্মপরিশুদ্ধিতে ব্রত সাহাবিগণ-অনুবাদক) অন্তর্গত। সুফ্ফাদের অন্তর্গত সম্পর্কে তুমি কী জান? তুমি তাদের চক্ষু হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে দেখবে। তারা তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং বলবে, "হে আমাদের খোদা! আমরা এক আহ্বানকারীর আওয়াজ শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করছিলেন। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের সাক্ষীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও"। তোমার মর্যাদা অসাধারণ, তোমার প্রতিদান সন্নিকটে। আকাশ ও পৃথিবীর এক বড় ফৌজ তোমার সঙ্গে রয়েছে। তুমি আমার নিকট অনন্য ও অসাধারণ। সেই সময় প্রায় আগত যে তোমাকে সাহায্য করা হবে ও পৃথিবীতে প্রখ্যাত করা হবে। হে আহ্মদ! তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করা হয়েছে। তোমার অধিকার অনুযায়ী আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করেছেন। তুমি আমার দরবারে সম্মানীয়। আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। আমার নিকট তুমি সেই সম্মানের অধিকারী এই পৃথিবীর মানুষ তা জানে না। খোদা তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র ও নোংরার মধ্যে ভিন্নতা প্রদর্শিত না হয়। ইউসুফ ও তার গ্রহণীয়তার প্রতি দৃষ্টি দাও, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। আমি খলিফা বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করি তাই আমি আদমকে সৃষ্টি করি, যেন সে শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত করে ও ধর্মকে জীবিত করে। ঐশী স্নেহধন্যদের কথা আলীর (তরবারি) জুলফিকারের ন্যায়। ঈমান যদি সপ্তর্ষিমন্ডলে পৌঁছে যেত তথাপি পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি তাকে পুনরায় পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে আসত। খুব শীঘ্রই তার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হবে যদিও অগ্নিশিখা তাকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ্র রসূল সকল রসূলের পোশাকে আচ্ছাদিত। বলে দাও,

তোমরা যদি খোদাকে ভালবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর যাতে খোদাও তোমাদের ভালবাসতে পারেন। মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, যিনি সকল আদম সন্তানদের নেতা ও নবীকুল শিরোমনি। তোমার প্রভু তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে তোমার সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন নাই বা মানুষ তোমার সুরক্ষার ব্যবস্থা করল। আল্লাহ্ স্বীয় সন্নিধান হতে তোমার সুরক্ষা করবেন, পৃথিবীবাসী কোন মানুষ তোমার সুরক্ষা নাই বা করল। আবু লাহাবের দুই হাত ভেঙে গেছে এবং সে ধ্বংস হয়েছে। তার এই কাজে (অর্থাৎ কাফের আখ্যায়িত ও মিথ্যা প্রতিপাদনে) হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় নি; ভীত হওয়া দরকার ছিল। তোমার কাছে যা এসেছে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। জেনে রাখ, উত্তম পরিণতি কেবল মুত্তাকীদের হয়ে থাকে। তোমার আত্মীয়দের আগত আযাব সম্পর্কে সতর্ক কর। আমি সেই বিধবা সম্পর্কে এক নিদর্শন প্রদর্শন করব। তাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেব। আমার পক্ষ থেকে এই বিষয় নির্ধারিত হয়েছে আর আমিই এই কাজ সম্পাদিত করব। এই সকল মানুষেরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে ঠাট্টা করেছে। অতএব নিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে তোমাকে সুসংবাদ। একথা তোমার প্রভুর পক্ষ হতে সত্য। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আমি তাকে তোমার সঙ্গে একত্রিত করেছি। আল্লাহ্র বাক্যের রদ্ বদল হয় না। আমরা তাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেব। তোমার প্রভু যা চান করতে পারেন। এটি আমার পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ যেন প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য নিদর্শন হয়ে ওঠে। দু'টি ছাগল জবাই করা হবে। পৃথিবীর সকল মানুষ ধ্বংস হওয়ার মুখে। তাদের চতুষ্পার্শ্বে এমনকি তাদের ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যেও আমি আমার নিদর্শন দেখাব। আমি তাদের অস্বীকার করার শাস্তির (নমুনা) দেখাব। যখন আল্লাহ্তা'লার সাহায্য ও বিজয় আসবে, যামানা আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে (সেই দিন বলা হবে) এটি কি সত্য ছিল না? বরং অস্বীকারকারী ব্যক্তিরাই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। আমি এক গোপন রত্নভাণ্ডারের ন্যায় ছিলাম। আমি প্রকাশিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করি। আকাশ ও পৃথিবী বদ্ধ এক পুটলীর ন্যায় ছিল।

সুতরাং আমরা তাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। তুমি বল, আমি এক মানুষ মাত্র যার উপর ওহী করা হয় যে, তোমাদের কেবল একজনই উপাস্য (মা'বুদ) বিদ্যমান আর সকল কল্যাণ ও পুণ্য কুরআনের মধ্যে নিয়োজিত। পবিত্র হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম। ইতিপূর্বে এক দীর্ঘ সময় আমি তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি চিন্তা করেও দেখ না? বলে দাও আল্লাহ্‌র হেদায়াতই হল প্রকৃত হেদায়াত। আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন তিনি অবশ্যই আমার জন্য পথ নিরূপণ করবেন। হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, আকাশ হতে আমার জন্য রহমত অবতীর্ণ কর। হে আমার প্রভু! আমি পরাস্ত তুমি আমার শত্রুদের বদলা নাও। হে আমার খোদা! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে কেন? হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার সঙ্গে আছি; শুনছি এবং দেখছি। আমি তোমার জন্য নিজের হাতে রহমত ও কুদরতের বৃক্ষ রোপন করেছি। তুমি আমার নিকট মর্যাদাবান ও সাধু (আমীন) ব্যক্তি। আমি তোমার পছন্দের। আমি তোমাকে জীবিত করব। আমি স্বীয় পক্ষ থেকে সততার আত্মা তোমার মধ্যে ফুৎকার করেছি। আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার মধ্যে ভালবাসা দান করেছি। এমন করেছি যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রস্তুত হও। সেই শস্য ক্ষেতের ন্যায় যেখানে অঙ্কুরিত হওয়ার পর পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। অতঃপর বলিষ্ট হয়ে নিজ কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। আমি তোমাকে প্রকাশ্যে বিজয় দান করেছি, যাতে করে খোদা তোমার প্রতি আরোপিত পূর্বাপরের সকল দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে দেবেন। অতএব তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ব্যক্তিবর্গের দলভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ঠ নয়? আল্লাহ্‌ কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাদেরকে জানেন না? সুতরাং আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাকে গ্রহণ করেছেন এবং লোকজনের মিথ্যা অভিযোগ হতে মুক্ত করেছেন। সে তার প্রভুর নিকট মর্যদাবান। খোদাতা'লা যখন প্রতিকূলতার পাহাড়ের উপর ঐশী বিকাশ ঘটাবেন তখন তিনিই তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করবেন যাতে আমরা একে মানবজাতির জন্য রহমত বানাই এবং তাকে আমাদের পক্ষ থেকে মর্যাদা দান করি আর এভাবেই

আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের পুরস্কৃত করে থাকি। তুমি আমার সঙ্গে আর আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। তোমার গোপন রহস্যই হল আমার গোপন রহস্য। আউলিয়াগণের অলৌকিকতাকে গন্ডিতে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তুমি প্রকাশ্য সততার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহকাল ও পরকালের প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্তগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিরা ধ্বংসকেই মাথা পেতে নেবে। তারা আমার শত্রু আর তোমারও। তারা কেবল এক নিষ্পাপ গো-শাবক মাত্র যার মধ্য হতে অপ্রীতিকর শব্দ নির্গত হচ্ছে। বলে দাও আল্লাহ্‌র আদেশ এসেছে। সেকারণে তড়িঘড়ি কর না। তোমার কাছে নবীগণের চন্দ্রের আগমন ঘটবে। সহজেই তোমার কার্য সমাধা হবে। মোমিনদের সাহায্য করা এখন আমাদের দায়িত্বে। সেই দিন সত্য আগত হবে এবং সততার প্রস্ফুটন ঘটবে। ক্ষতিগ্রস্তেরা ক্ষতি স্বীকার করবে। তুমি সেই গাফেলদের দেখবে সেজদা অবনত হয়ে বলবে, হে আমার প্রভু! আমরা পাপাচারী ছিলাম আমাদের ক্ষমা কর। (তাদের বলা হবে) আজ কোন ভর্ৎসনা নয়; তোমাদের ক্ষমা করা হবে। আল্লাহ্ অতীব করুণাময়। তোমার প্রতি আমার সন্তুষ্টিচিত্ত থাকা অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু হবে। তোমার জন্য শান্তি ও সুসংবাদ। অতএব তুমি এখানে আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ কর। আর রইল আমাদের সেই বিশ্বাস যার প্রতি আল্লাহ্ আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আপনি আমার ভাই আপনার অবশ্যই জানা দরকার। আমাদের বিশ্বাস হল, আল্লাহ্ (আমাদের) প্রভু ও প্রতিপালক আর মুহাম্মদ (সা.) আমাদের নবী। আঁহযরত (সা.) খাতামান নবীঈন- এর প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন শরীফ রহমান খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর যা কুরআন বিরোধী এবং কুরআনের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী, আদেশ ও এর মধ্যে বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীর পরিপন্থী তাকে আমরা মান্যতা দান করি না। যদিও সেই বিষয় যৌক্তিক হোক অথবা তার সম্পর্ক সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আহলে হাদিস যাকে হাদিস অথবা সাহাবা বা তাবেঈনের মন্তব্য বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। কেননা, কুরআন শরীফ এমন গ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে যার প্রত্যেকটি শব্দ প্রমাণিত

এবং নিঃসন্দেহে ওহী দ্বারা অবতীর্ণ। আর যে এই অকাট্য প্রমাণের উপর সন্দেহ পোষণ করে সে আমার দৃষ্টিতে কাফের, মারদুদ (ধর্মত্যাগী) ও ফাসেক (নৈরাজ্যকারী)। কুরআন অকাট্য যুক্তিতে পরিপূর্ণ রূপে বিশিষ্ট। এর মর্যাদা সকল গ্রন্থ ও সকল ওহীর উর্দ্ধে। এর মধ্যে মনুষ্য কারুকার্য নেই। অন্যান্য গ্রন্থাবলী ও তাদের ঐতিহ্য (কুরআনের) শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম নয়। কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন গ্রন্থকে কুরআনের উপর প্রধান্য দেয় তাহলে সে সন্দেহকে বিশ্বাসের উপর প্রধান্য দিল।

ইসলামের বহু ফের্কা হাদিস গ্রহণ ও বর্জন নিয়ে একে অপরের বিরোধীতা করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ শাফেয়ী মযহাবের মান্যকারীরা যে সকল হাদিসের প্রতি তাদের আস্থা ব্যক্ত করে হানাফীরা তা বিশ্বাস করে না। আবার হানাফীদের গ্রহণীয় হাদিসগুলিকে শাফেয়ীগণ মান্যতা দেন না। মুসলমানদের অন্যান্য ফেরকাদের একই অবস্থা। ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ হাদিসগ্রন্থে এমন বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। আহলে হাদিসদের নিকট কুরআনের পর এই হাদিসটির অবস্থান। কিন্তু হানাফী ফেরকারা তার অধিকাংশ হাদিসকে স্বীকার করে না। যেমন ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা, উচ্চ আওয়াজে আমিন বলা ইত্যাদি। তারা এই হাদিসগুলির প্রতি দিক্‌পাতও করে না। তথাপি তাদের কাফের বলা অথবা তাদের সম্পর্কে মনে করা যে, তাদের নামাজ গ্রহণ হচ্ছে না ও তারা বেদা'ত করছে- এমন বলার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই।

অতএব প্রকৃতার্থে অধিকাংশ হাদিসই 'আহাদ' * এর পর্যায়ভুক্ত তা সে বুখারীতে বর্ণিত হোক অথবা অন্য কোন গ্রন্থে। এমন সকল হাদিসকে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থের সাক্ষ্যদানের পর যে সেগুলি কুরআনি আয়াত ও আদেশাবলীর বিরোধী নয় তখন তা গ্রহণ করা ওয়াজিব।

* এমন হাদিস যেখানে একই উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত বর্ণনাকারীদের একটি মাত্র শৃঙ্খল রয়েছে। এই ধরনের হাদিসগুলি খাঁটি এবং নির্ভরযোগ্য হতে পারে। তবে একাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর শৃঙ্খল রয়েছে এমন রেওয়াতের মত একে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা যায় না- অনুবাদক

সেই সঙ্গে সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক আচরণ ও তাদের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে সেই হাদিসগুলিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং এই যখন পরিস্থিতি তখন কুরআন বিরোধী হাদিসের অস্বীকারকারী ব্যক্তি অথবা কুরআন অনুযায়ী হাদিসকে ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের আপত্তি উত্থাপনকারীদের হাত থেকে মুক্তিদানকারী ব্যক্তিকে কীভাবে কাফের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? একের অধিক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হাদিসাবলীর মধ্যে এমন এক হাদিস যেখানে মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা সংমিশ্রণের সম্ভাবনা রয়েছে এমতাবস্থায় আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ও তাঁর গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিকে কীভাবে কাফের আখ্যায়িত করতে পারেন?

উদাহরণস্বরূপ আপনি মসীহ্ (আ.) এর মৃত্যু বিষয়টির প্রতি দিক্‌পাত করুন। (তাঁর মৃত্যু) ঐশী গ্রন্থে ক্রমাগত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় ত্রিশটি আয়াত স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেগুলি আমি আমার 'এযালায়ে আওহাম' পুস্তকে সত্যান্বেষীদের উপকারার্থে উল্লেখ করেছি। তথাপি আপনি যদি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত দামেস্কের হাদিস উল্লেখ করেন তাহলে জেনে নিন এর ব্যাখ্যা বাহ্যিক অবস্থার প্রতি (ধারণাবশতঃ) করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে উক্ত হাদিস বাহ্যিক ব্যাখ্যার দিক দিয়ে কুরআন করীম ও তার সুস্পষ্ট আয়াত পরিপন্থী। সেই সঙ্গে অন্যান্য হাদিসগুলীরও বিরোধী। 'এযালায়ে আওহাম' পুস্তকে আমি এর উল্লেখ করেছি। কোন মুসলমানই বিশ্বাসের মর্যাদায় উন্নীত নয় এমন কোন হাদিসের জন্য অনন্য সাধারণ ও নির্ভরযোগ্য ঐশী গ্রন্থ কুরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হবে না। আমরা যদি এমন করি এবং হাদিসগুলিকে আল্লাহ্‌র পুস্তকের উপর প্রাধান্য প্রদান করি তাহলে নিঃসন্দেহে ধর্মে অনিষ্ট সৃষ্টি হবে, ঐশী বিধান মিথ্যা হয়ে দাঁড়াবে, শান্তি ভঙ্গ হবে, ঈমান বিনষ্ট হবে এবং কাফেরদের আক্রমণ আমাদের উপর প্রবল আকার ধারণ করবে। তবে হ্যাঁ, (এটা সঠিক যে) আমরা তার সাধারণ মূল্যবোধে বিশ্বাস করি যা কুরআন পরিপন্থী নয়। তা হল, ধরাভূমিতে খ্রিস্টানদের আধিপত্যের সময় প্রতিশ্রুত মসীহ্ শতাব্দীর

শিরোভাগে মোজাদ্দিদ হয়ে আগমন করবেন। ধরাভূমির সেই স্থানে আবির্ভূত হবেন যেখানে খ্রিস্টানগণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। সুতরাং তিনি (মসীহ্ মাওউদ) তাদের ক্রুশ ধ্বংস করবেন, তাদের শূকর বধ করবেন এবং অবশিষ্ট্যদের সৌভাগ্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবেন। 'দামেস্কের মিনারার নিকট নাযিল' শব্দ যদি আপনার হৃদয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে তাহলে বলে রাখি আমি পূর্বেই প্রমাণ করেছি যে, আকাশ হতে নাযিল হওয়া এমন অসম্ভব ও ভ্রান্ত (একটি বিষয়) কুরআন শরীফ যার সমর্থন করে না। বরং স্পষ্ট এর মিথ্যা প্রতিপাদন করে।

সুতরাং আপনি যদি কুরআনের উপর ঈমান আনেন এবং তাকে (পূর্ববর্তী) অন্যান্য গ্রন্থসমূহের উপর প্রাধান্য দেন তবে আপনি মসীহ্র মৃত্যু এবং আকাশ হতে অবতরণ না হওয়ার উপরও ঈমান আনুন। যেমনটা আপনি সমগ্র জগতের প্রভু ও প্রতিপালকের বাণীতে (কুরআন) পাঠ করে থাকেন। অদ্ভুত বিষয় হল, 'আকাশ হতে নাযিল' শব্দ কোন হাদিসে উল্লেখ নেই। এটি কেবল মিথ্যুকদের মিথ্যারোপ, মসীহ্ মাওউদ এই উম্মতের মধ্য হতে হবে এ কথায় সকল হাদিস একমত। কেননা, শরিয়তী নবুওতের পরিসমাপ্তি হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে আমাদের রসূল (সা.) হলেন খাতামান নবীঈন।

পর্যটক বা যাত্রীদের এক স্থান হতে অন্য স্থানে অবতরণ অর্থে হাদিসে 'নুযুল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা 'নযীল' পর্যটক বা যাত্রীদের বলা হয়ে থাকে। তাহলে হাদিসের বাস্তবতাকে যদি মান্যতা দেওয়া হয় তাহলে এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, মসীহ্ মাওউদ (নিজে) অথবা তাঁর খলিফাগণের পক্ষ হতে কেউ একজন স্বদেশ ভূমি হতে যাত্রা করবেন ও কোন এক সময় দামেস্কে উপস্থিত হবেন। এরপরও (জানি না) কেন এসব মানুষেরা 'দামেস্ক' শব্দটি নিয়ে কান্নাকাটি করে থাকে? বরং 'দামেস্কের মিনারার পাশে নাযিল' শব্দগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ মাওউদের আত্মপ্রকাশ তাঁর স্বদেশে নয়; অন্য কোন দেশে হবে। দামেস্কে তিনি কেবল পর্যটক হিসাবে অবতরণ করবেন। এই অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা তখনই গ্রহণ করতে পারব যখন আমরা হদিসকে আক্ষরিক

অর্থে স্বীকার করব। যদিও এটি বিতর্কিত বিষয়, কেননা সঙ্কলিত হাদিসগুলি 'যন' (ধারণা) এর গন্ডিতে আবদ্ধ, কেবল মাত্র সেই অংশ ছাড়া যা মোমিনদের অনুশীলন দ্বারা প্রমাণিত।

বুখারী ও অন্যান্য সম্পাদিত গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসগুলি যদি পবিত্র কুরআন করীমের ন্যায় নিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্য বিষয় হত তাহলে কুরআন করীম অস্বীকার করলে যেমন কুফরী অবশ্যম্ভাবী, তেমন হাদিসগুলির অস্বীকারেও কুফরী অবধারিত। শরিয়ত বিশেষজ্ঞদের নিকট এ বিষয় লুক্কায়িত নয়। এমতাবস্থায় তো সকল মুসলমান কাফের আখ্যায়িত হবে আর সেই সঙ্গে মুসলমানদের বড়ো ছোটো বরং উন্নত চারিত্রিক গুণসম্পন্ন ইমামগণও কুফুরের ঘূর্ণাবর্ত হতে সুরক্ষিত নয়। কেননা কতিপয় হাদিসকে পরিত্যাগ করা ও কতিপয় হাদিসকে অস্বীকার করা এমন এক সাধারণ বিপত্তি যা সকল ফিকাহ্‌বিদ, ইমাম ও মোহাদ্দিসগণকে নিজ বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে।

এছাড়া আমাদের নবী (সা.) যখন খাতামুল আম্বিয়া, তখন যে ব্যক্তি বনী ইস্রাঈলীয় নবী মসীহ্‌র নুযুলের উপর ঈমান আনয়ন করে নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি খাতামান নবীঈনকে অস্বীকার করল। সুতরাং এমন মানুষদের প্রতি আফসোস! যারা বলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মৃত্যুর পর ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন। তারা এও বলে থাকে যে তিনি এসে কুরআন শরীফের কতিপয় আদেশাবলী রহিত করবেন আর কতিপয় (আদেশাবলী) সংযোজন করবেন। তাঁর উপর চল্লিশ বছর ওহী নাযিল হবে এবং তিনি হবেন খাতামুল মুরসলীন (প্রেরিতগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ)। যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন, 'আমার পর কোন নবী নেই' এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর (সা.) নাম রেখেছেন 'খাতামুল আম্বিয়া' (সর্বশ্রেষ্ঠ নবী)। তাহলে (বলুন তো) এরপর নবী কোথা থেকে আসবে? হে মুসলমানের জামাত! তোমরা কেন গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ না? তোমরা জুলুম ও মিথ্যার রাস্তা অবলম্বনে আত্ম পূজায় মগ্ন। কুরআনকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও অবাঞ্ছিত করে তুলছ আর নিজেরাই মিথ্যা পূজারীতে পরিণত হচ্ছ।

আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তাগণের উপর ও তাদের মর্যাদা এবং তাদের সারিবদ্ধতার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি তাদের অবতরণ আলোক ছটার অবতরণের ন্যায় হয়ে থাকে। মানুষের এক স্থান হতে অন্যত্রে স্থানান্তরিতের ন্যায় নয়। তারা তাদের নির্দিষ্ট স্থানকে পরিত্যাগ করে না। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা অবতরণ করেন আবার ঊর্ধ্বারোহণও। তারা আল্লাহ্‌র সেনা এবং উর্দ্ধলোকের অধিবাসী ও তাঁর সঙ্গি। তারা স্বীয় অবস্থান হতে পৃথক হন না। তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট স্থান বিদ্যমান। তারা তাদের আদেশের আজ্ঞাপালক। তাদের এক কাজ অন্য কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। তারা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের অনুসরণ ও আনুগত্য করে।

ফেরেশ্‌তারা যদি তাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী পরিচালনার জন্য স্বীয় স্থান ত্যাগ করতে হত তাহলে বহু মানুষের এক সঙ্গে এক সময়ে মারা যাওয়া সম্ভবপর হত না। বরং এমন অবস্থার সৃষ্টি হত যে, পশ্চিম প্রান্তে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সে ততক্ষণ মারা যেত না যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত কোন ব্যক্তির একই সময়ে নির্ধারিত মৃত্যুক্ষণে মৃত্যুদূতের আত্মা কবজের কাজ সমাধা না হত, অতঃপর পশ্চিম প্রান্তে রওনা না দিত। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা তাদের (ফেরেশ্‌তাদের) তো একমাত্র কাজ হল, যখন তারা আল্লাহ্‌র আদেশে কোন কাজ সম্পাদন করার অভিপ্রায় করে তখন তাকে বলে, 'হয়ে যাও' তখন তা হয়ে যায়। অবতরণের জন্য তাদের জীবন বিপন্ন করতে, সময় ব্যায় করতে, দৌড়-ঝাঁপ করতে, পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষদের ন্যায় স্থান পরিবর্তন করার দরকার পড়ে না।

আমাদের বিশ্বাস, বিচার দিবসে দেহের পুনরুত্থান সত্য, জান্নাত সত্য, দোযখ সত্য, কুরআন শরীফে বর্ণিত সকল ঘটনা সত্য, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) আমাদের যা কিছু শিখিয়েছেন তা সব সত্য। তিনি (সা.) খায়রুল আম্বিয়া ও খাতামুল মুরসালীন। যে ব্যক্তি শরিয়ত ও কুরআন পরিপন্থী কোন সামান্য বিষয়ও আমার সঙ্গে সংযুক্ত করবে নিঃসন্দেহে সে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং মিথ্যাবাদীর ন্যায় প্রকাশ্যে অসত্য আপত্তি

উপস্থাপন করল। জেনে রাখুন, আমি সেই সকল বিষয়ের প্রতি বিরূপ যা আমাদের রসূল (সা.) এর মতবিরুদ্ধ। আমাদের নেতা ও প্রভু মহানবী (সা.) এর বর্ণনাকৃত সকল বিষয়ের উপর আমার পূর্ণবিশ্বাস, যদিও সেই সকল বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল না থাকি অথবা তার প্রজ্ঞা সুস্পষ্ট ইলহামের মাধ্যমে আমাকে অবগত করা না হয়।

শরিয়ত যার সাক্ষ্য প্রদান করে নি এমন সকল বিষয়ের প্রতি আমি বিরূপ। আমি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মনে-প্রাণে, পূর্ণ শক্তিতে, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরেছি। হে আমার প্রভু! আমি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তোমার নিকট অর্পণ করেছি। অতএব তুমি আমাকে পুণ্যবানদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। হে আমার প্রভু! আমাকে যে দুঃখ-যাতনা প্রদান করা হয় তুমি তার উপর ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দান কর এবং মুসলমান অবস্থাতে আমাকে মৃত্যু দান কর। আমি স্বীয় স্বত্তাকে আমার অন্য ভাইদের উপর প্রাধান্য দান করি না। হ্যাঁ, আল্লাহ্‌ আমার উপর দয়া করেছেন ও আমাকে পুরস্কৃত ব্যক্তিবর্গের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর অনুগ্রহরাজীর মধ্যে একটি অনুগ্রহ হল, তিনি আমাকে ওহী-ইলহামের পুরস্কার প্রদান করেছেন। এমন এমন গোপন ভেদের জ্ঞান দান করেছেন যে তিনি যদি সে সম্পর্কে জ্ঞান দান না করতেন তাহলে সে সম্পর্কে জানা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হত না। তিনিই আমাকে নবীগণের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর আরও একটি অনুগ্রহ হল, (যখন) খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে ও এক সাধারণ বান্দাকে অযথা খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করে আল্লাহ্‌র বান্দাদের পথভ্রষ্ট করতে দেখেন, তখন তাদের ক্রুশ ধ্বংসের জন্য ও তাদের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী কৌশলগুলিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার জন্য এবং অভিযুক্তদের মস্তক ছেদনের জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।

তাঁর বহুল অনুগ্রহরাজীর মধ্যে আরও একটি অনুগ্রহ হল, তিনি আমাকে ঐশী নিদর্শন প্রদান করেছেন, শত্রুদের বিবাদ মীমাংসা করেছেন, সকল কৃপণ ও সঙ্কীর্ণমনাকে লাঞ্ছিত করেছেন। অতএব তাঁর সম্মান ও

শ্রেষ্ঠত্বের কসম! নিঃসন্দেহে আমি প্রকাশ্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যান্বেষীদের ন্যায় আপনি যদি আমার সহচর্য অবলম্বন করেন তাহলে মুষলধারা বৃষ্টির ন্যায় আমার নিদর্শন আপনি অবলোকন করতে পারবেন। খোদার কসম! হ্যাঁ, খোদার কসম! কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌চিত্তে ও সত্যান্বেষীদের পথ অবলম্বন করে আমার নিকট আসেন তাহলে তিনি চল্লিশ দিনের মধ্যে আমার প্রভুর নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে অবশ্যই কোন নিদর্শন অবলোকন করবেন। আফসোস! কুফর আখ্যাদানের পূর্বে নিন্দুকেরা যদি আমার মোকাবেলার জন্য ময়দানে উপস্থিত হত, অলৌকিকতা প্রদর্শনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত, ভালো কাজে আমার সমান হওয়ার চেষ্টা করত! কিন্তু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তারা আমার তিরস্কার করেছে। যখনই তারা আমার নিদর্শন দেখেছে তখনই বলেছে, এ তো প্রকাশ্য জাদু অথবা জোর্তিবিদ্যা। অতঃপর তারা না জেনে বুঝে অন্ধকারে চলতে শুরু করে। বাস্তবেই তারা অন্ধ। সূর্য তার সমস্ত দীপ্তি সহকারে উজ্জল হয়েছিল এবং তার সঙ্গে কোন মেঘ ছিল না। কিন্তু অন্ধদের না কোন প্রকার জ্যোতি উপকার সাধন করতে সক্ষম আর না কোন ঔজ্জ্বল্য। শয়তানেরা এই সকল ব্যক্তিদেরকে নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে আর সে এদের সাথি।

হে আমার ভাই! আপনি আমাকে কাফের মনে করেন। যদিও আমি একত্মবাদে বিশ্বাসী। আমি আমার রসূল, সৈয়্যদ ও মওলা (সা.) এর অনুগত। আল্লাহ্ আমাকে তাঁর (সা.) জ্ঞান, স্বভাব-চরিত্র ও আধ্যাত্মিক সম্পদরাজির উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আর আমি আশা রাখি আঁ হযরত (সা.) এর আনুগত্যের অনুসরণে আমার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি আপনার সঙ্গে বার্তালাপে নম্রতা অবলম্বন করছি। আপনার নিকট হতে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের ন্যায় বন্ধুত্ব আশা করছি। অতএব আপনি আমার সঙ্গে কর্কশ আচরণ করবেন না, অবিশ্বাসীদেরকে আমার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপের সুযোগ দেবেন না, আমাকে রোষাগ্নি দেখাবেন না। আমার প্রতি তীক্ষ্ণ তরবারি চালনা হতে বিরত হোন। মোমিনগণ ভদ্র ও নম্র হয়ে থাকেন আর ভদ্র ব্যক্তিরা স্বীয় ভাইয়ের

বোঝা বহন করে থাকেন ও তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং তাদের সমব্যাথি হওয়ার জন্যও দ্রুত উদ্যত হন, তাকে হত্যা করতে কিংবা তাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় না।

ইসলামের ফেরকাগুলির মধ্যে বহু মতবিভেদ বিদ্যমান। তথাপি কোন ফেরকা অন্য ফেরকাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'ইন্না ইখতিলাফা উম্মাতি রহমাতুন' * (অর্থাৎ আমার উম্মতের মতবিরোধও কল্যাণকর)। সেহেতু হে ভাই! আপনার রোষাগ্নিকে শীতল করুন, উন্মুক্ত তরবারিকে কোষাবদ্ধ করুন, সৎকর্মশীলদের পন্থা অবলম্বন করুন। আপনি খয়রুল ওয়ারা (সা.) এর প্রেমিককে কেন কষ্ট দিচ্ছেন? আপনি কি মুহাম্মদ (সা.) এর আত্মাকে খুশি করছেন? না কি এ থেকে আমাদের প্রভু ও প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে চাইছেন? সুতরাং স্মরণ রাখবেন, যে সকল ব্যক্তি আউলিয়াগণের সঙ্গে শত্রুতা রাখেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) সেই সকল ব্যক্তির প্রতি বিরূপ। আপনি যদি আমাদের রসূলের শাফাআতের আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে যারা আন্তরিকভাবে ভালবাসেন তাদের দুঃখ দেবেন না। আল্লাহ্কে ভয় করুন (আমি পুনরায় বলছি) আল্লাহ্কে ভয় করুন (আমি আবারও বলছি) আল্লাহ্কে ভয় করুন, যাতে আপনার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া যায় এবং আপনাকে পুরস্কৃতদের আসনে উপবিষ্ট করা যায়। হে অসহায় ও দুর্বল মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্র গযব আপনার ক্রোধের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সুতরাং তাঁর কুঠারকে ভয় পান ও প্রকম্পিত মানুষদের দলভুক্ত হয়ে যান।

هَـدَاكَ اللّٰـهُ هَـلْ قَتْـلِـىْ يُبَـاحُ وَ هَـلْ مِثْـلِـىْ يُـدَمَّـرُ اَوْ يُـجَـاحُ

আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়াত দান করুন। আমার হত্যা কি বৈধ? আমার ন্যায় ব্যক্তিকে কি ধ্বংস ও বিনষ্ট করা যাবে?

وَ هَـلْ فِـىْ مَذْهَـبِ الْاِسْلَامِ أَنِّـىْ أَرٰى خِـزْيًـا وَّلَـمْ يَثْبُـتْ جُـنَـاحُ

ইসলাম ধর্মে কি কোন রীতি রয়েছে যে,অন্যায় প্রমাণিত না হলেও আমাকে লাঞ্ছিত হতে হবে?

* জামেউল আহাদিস লিস্ সুয়ুতি ১'ম খণ্ড, পৃ. ১২৪, হাদিস নং ৭০৬, বৈরুত হতে প্রকাশিত-অনুবাদক

وَ صِدْقِیْ بَیِّنٌ لِلنَّاظِرِیْنَا کِتَابُ اللّٰہِ یَشْھَدُ وَ الصِّحَاحُ

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আমার সত্যতা স্পষ্ট। আল্লাহ্‌র পুস্তক এবং সীহাহ্ সিত্তা হাদিসের গ্রন্থগুলিও (আমার সমর্থনে) সাক্ষ্য দিচ্ছে।

وَ مَا کَانَ الْاَذٰی خُلُقَ الْکِرَامِ وَ لٰکِنْ ھٰکَذَا ھَبَّتْ رِیَاحُ

আঘাত করা কোন ভদ্র ব্যক্তির কর্ম নয়। কিন্তু এমন বাতাস (আজ-কাল) প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়েছে।

وَ اِنَّ الْحُرَّ یَفْھَمُ قَوْلَ حُرٍّ وَ تَشْفِیْ صَدْرَهُ الْکَلِمُ الْفِصَاحُ

নিঃসন্দেহে গুণী ব্যক্তিরাই গুণীদের কথা বুঝতে সক্ষম এবং উদার মন্তব্য তাদের বক্ষকে আরোগ্য দান করে।

وَ لَا اَخْشَی الْعِدَا فِیْ سُبُلِ رَبِّیْ وَ اَرْضُ اللّٰہِ وَاسِعَةٌ بَدَاحُ

খোদার পথে আমি শত্রুদেরকে ভয় পাই না এবং আল্লাহ্‌র ভূমি প্রশস্ত অতীব প্রশস্ত।

لَنَا عِنْدَ الْمَصَائِبِ یَاحَبِیْبِیْ! رِضَاءٌ ثُمَّ ذَوْقٌ وَ ارْتِیَاحُ

হে প্রিয়! দুঃখের সময় আমি প্রথমে বশ্যতা ও সন্তুষ্টি, অতঃপর আনন্দ ও উৎফুল্লতা অর্জন করি।

فَلَا تَقْفُ الْھَوٰی وَانْظُرْ مَاٰلِیْ وَ رَبِّیْ اِنَّهُ نُصْحٌ قُرَاحُ

আপনি অহং পূজায় মগ্ন থাকবেন না। আমার পরিণতি দেখুন। আমার প্রভুর কসম! অবশ্যই এটি বিশুদ্ধ শুভকামনা মাত্র।

وَ مِنْ عَجَبٍ اُشَرِّفُکُمْ وَ اَدْعُو وَ مِنْکَ الْمُشْرِفِیَّةُ وَ الرِّمَاحُ

অদ্ভুত বিষয় হল, আমি আপনার সম্মান করি ও আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর পরিবর্তে আপনার পক্ষ থেকে তরবারি ও বর্শা (দেখানো হয়েছে)।

وَ بَلْدَتُکُمْ حَدِیْقَةُ کُلِّ خَیْرٍ فَمِنْکُمْ سَیِّدِیْ یُرْجَی الصَّلَاحُ

আপনার শহর (বাগদাদ) সকল প্রকার উৎকর্ষের বাগিচা। অতএব

মহাশয়! আপনার নিকট তো কেবল ভালো জিনিসেরই প্রত্যাশা করা যায়।

كَمِثْلِكَ سَيِّدٌ يُوْذِيْنِ عَجَبٌ وَ فِيْ بَغْدَادَ خَيْرَاتٌ كِفَاحُ

আপনার ন্যায় সরদার আমাকে দুঃখ পৌঁছাবে এ তো বিস্ময়কর। যদিও বাগদাদে বহুল পরিমাণে কল্যাণ বিদ্যমান।

أَرٰى يَاحِبِّ! تَذْكُرُنِيْ بِسَبٍّ فَمَا هٰذَا ؟ وَ سِيْرَتُكُمْ سَمَاحُ

হে আমার বন্ধু! আপনি আমাকে গালির মাধ্যমে স্মরণ করেন তা আমি দেখেছি। এ কেমন স্বভাব? যদিও আপনার চরিত্রের মধ্যে তো ক্ষমা করার গুণ রয়েছে।

أَخَذْنَا كُلَّ مَا اَعْطَيْتَ تُحَفًا وَصَافَيْنَا وَ زَادَ الْإِنْشِرَاحُ

আপনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা আমি পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ করেছি। আমি বন্ধুত্ব করতে চেয়েছি আর হৃদয়ও উন্মুক্ত হয়েছে।

فَخُذْ مِنِّيْ جَوَابِيْ كَالْهَدَايَا وَ لٰكِنْ كَانَ مِنْكَ الْإِفْتِتَاحُ

এবার আমার পক্ষ থেকে উত্তর পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ করুন। সূত্রপাত কিন্তু আপনার পক্ষ থেকেই হয়েছে।

اِذَا اعْتَلَقَتْ اَظَافِيْرِيْ بِخَصْمٍ فَمَرْجِعُهُ نَكَالٌ اَوْطَلَاحُ

আমার নখ যখন কোন শত্রুর শরীরকে আক্রমণ করে তখন তার পরিণতি ভয়ানক শাস্তি ও অনিষ্টকর হয়ে থাকে।

وَ اِنْ وَّافَيْتَنِيْ حُبًّا وَسِلْمًا فَلِلزُّوَّارِ بُشْرٰى وَ النَّجَاحُ

আপনি যদি ভালবাসা ও সন্ধি সমন্বয়ে আমার নিকট উপস্থিত হন তাহলে দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ও সাফল্য।

وَ اِنْ لَّمْ تَقْرُبَنْ اَنْهَارَ مَاءٍ فَلَا تُعْطِيْكَ مِنْ مَّاءٍ رِيَاحُ

আপনি যদি জলের জন্য নদীর কাছে না যান বাতাস আপনাকে কোনরূপ জল প্রদান করবে না।

وَ رَشْحُ الصَّلْدِ سَهْلٌ عِنْدَ جُهْدٍ وَ يُوْبِقُكُمْ قُعُوْدٌ وَ انْسِطَاحُ

চেষ্টা করলে পাহাড়ের স্খলন তো সম্ভব। কিন্তু ভীরুতা ও পার্থিবতা আপনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

وَ مَا نَالُوْکَ نُصْحًا یَا حَبِیْبِیْ وَ جَاهَدْنَا لِیَرْتَبِطَ النِّصَاحُ

হে আমার বন্ধু! আমি আপনার মঙ্গল কামনায় কার্পণ্য করি নি। আমি তো মঙ্গল কামনার সম্পর্ককে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছি।

وَ نُصْحِیْ خَالِصٌ لَا نَوْعُ هَزْلٍ وَجِدٌّ لَا یُخَالِطُهُ الْمُزَاحُ

আমার মঙ্গল কামনা শুদ্ধ; নিরর্থক নয়, নির্ভেজাল; ব্যঙ্গাত্মক নয়।

فَیَا حِبِّیْ! تَفَکَّرْ فِیْ کَلَامِیْ فَاِنَّ الْفِکْرَ لِلتَّقْوٰی وُشَاحُ

অতএব হে আমার বন্ধু! চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমার বক্তব্যকে কাজে লাগান। কেননা, বিচার বিশ্লেষণ হল, তাক্ওয়ার সুসজ্জিত মালাস্বরূপ।

وَلِیْ وَجْدٌ لِقَوْمِیْ فَوْقَ وَجْدٍ وَ مَا وَجْدُ الثَّوَاکِلِ وَ النِّیَاحُ

আমি আমার জাতির প্রতি সর্বোচ্চ ব্যাথা অনুভব করি। আর আমার যন্ত্রণার সামনে একজন সন্তানহারা মহিলার ক্রন্দন ও চিৎকারের কী'বা স্থান।

اِلَیْکُمْ یَا اُولِیْ مَجْدٍ اِلَیْکُمْ وَ اِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا فَالْوَقْتُ لَاحُ

বিরত হোন! হে সম্মানীয়! বিরত হোন! আপনি যদি বিরত না হন তহলে যুগ আপনাকে তিরস্কার করবে।

وَلِیْ قَدْرٌ عَظِیْمٌ عِنْدَ رَبِّیْ وَ سُئْلِیْ لَا یُرَدُّ وَ لَا یُزَاحُ

আমার প্রভুর সন্নিধানে আমি অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী। আমার দোওয়া রহিত করা হয় না আর অগ্রাহ্যও করা হয় না।

وَمِثْلِیْ حِیْنَ یَبْکِیْ فِیْ دُعَاءٍ فَیَسْعٰی نَحْوَهُ فَضْلٌ مُّتَاحُ

আমার মতো মানুষ যখন দোওয়ার মধ্যে ক্রন্দন করে তখন তাঁর নিকট হতে অনুগ্রহ ধাবিতাবস্থায় উপস্থিত হয়।

وَ کَادَتْ تَلْمَعُ اَنْوَارُ شَمْسِیْ فَیَتْبَعُهَا الْوَرٰی اِلَّا الْوَقَاحُ

খুব শীঘ্রই আমার সূর্যের জ্যোতি চমকিত হবে। অতঃপর নির্লজ্জেরা ব্যাতিরেকে সমগ্র বিশ্ব তার পশ্চাদানুসরণ করবে।

وَ يَـاْتِـىْ يَـوْمُ رَبِّـىْ مِثْـلَ بَـرْقٍ فَـلَا تَبْـقَـى الْكِلَابُ وَلَا النُّبَـاحُ

আমার প্রভুর দিন বিদ্যুতের ন্যায় উপস্থিত হবে। অতএব না (আস্ফালনকারী) সারমেয় দল অবশিষ্ট থাকবে আর নাই বা তাদের চিৎকার।

وَ لِـىْ مِـنْ لُـطْفِ رَبِّـىْ كُـلَّ يَـوْمٍ مَـرَاتِـبُ ' لِـلْعِدَا افْتِضَـاحُ

আমার প্রভুর অনুগহে নিত্য আমার জন্য এমন মর্যাদা রয়েছে যে, তন্মধ্যে শত্রুদের জন্যই রয়েছে কেবল তিরস্কার।

وَ نُـوْرٌ كَـامِـلٌ كَـالْبَـدْرِ تَـامٌ وَ وَجْـهٌ يَّسْتَـنِيْـرُ وَلَا يُـلَاحُ

এবং আমি চতুর্দশীর চন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণ জ্যোতি অর্জন করেছি। আর এমন অবয়ব আমি অর্জন করেছি যা সদা দীপ্তময় ও চিরন্তন।

وَ نَـحْـنُ الْيَـوْمَ نُسْـقٰـى مِنْ غَبُوْقٍ وَ بَـعْـدَ الـلَّيْـلِ عِيْـدٌ وَّ اصْـطِبَـاحُ

আজ তো আমি দিবাশেষের (ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের) সুরা পান করছি। অতঃপর রাত পোহালে ঈদ হবে, আর পুনরায় প্রাতঃকালের পানীয়।

وَ اَعْـطَـانِـى الْـمُهَيْـمِـنُ كُـلَّ نُـوْرٍ وَلِـىْ مِـنْ فَـضْـلِـهٖ رَوْحٌ وَّ رَاحُ

মঙ্গলময় খোদা আমাকে সকল প্রকার জ্যোতি দান করেছেন। তাঁর অনুগ্রহে আমি আরাম ও প্রশান্তি লাভ করেছি।

أَ تَـقْـتُـلُـنِـىْ بِـغَيْـرِ ثُبُوْتِ جُـرْمٍ فَـقُـلْ مَـا يَـصْـدُرَنْ مِـنِّـىْ جُـنَـاحُ

আমার অভিযোগ প্রমাণিত ছাড়াই আপনি কি আমাকে হত্যা করবেন? আমাকে বলুন, আমার দ্বারা কোন কোন গুনাহ্ প্রকাশ পাচ্ছে?

قَتَـلْـنَـا الْـكَـافِـرِيْنَ بِسَيْفِ حُجَجٍ فَـلَا يُـرْجٰـى لِـقَـاتِـلِنَـا فَـلَاحُ

দলিল প্রমাণাদি দ্বারা আমি অবিশ্বাসীদের বধ করেছি। সুতরাং আমার হত্যা পিপাসুদের সফলকাম হওয়ার কোন আশা করা যায় না।

وَ لَيْـسَ لَـنَـا سِوَى الْبَـارِىْ مَلَاذٌ وَ لَا تُـرْسٌ يَّـصُـوْنُ وَلَا السِّلَاحُ

খোদা ছাড়া আমার কোন আশ্রয়স্থল নেই আর নাই বা কোন ঢাল অথবা কোন হাতিয়ার যা আমাকে রক্ষা করবে।

أَتَعْلَمُ كَيْفَ يَسْفَعُ بِالنَّوَاصِيْ مَلِيْكٌ لَّا يُنَاوِحُهُ الطِّمَاحُ

আপনি কি জানেন তিনি কীভাবে অদৃষ্ট ধরে টান দেবেন? তিনি বাদশাহ্ তাঁর সামনে কোন অহঙ্কার দাঁড়াতে সক্ষম হবে না।

يَهُدُّ الرَّبُّ ذِرْوَةَ كُلِّ طَوْدٍ وَ تَتْبَعُهُ الْاَسِنَّةُ وَالصِّفَاحُ

খোদা সকল পর্বত শৃঙ্গকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন এবং বর্শা ও তরবারি তার পিছু পিছু আসবে।

أَتَقْتُلُنِيْ بِسَيْفٍ يَا خَصِيْمِيْ وَ قَتْلِيْ عِنْدَكُمْ أَمْرٌ مُّبَاحُ

হে আমার শত্রু! আপনি কি আমাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করবেন? আমার হত্যা আপনাদের নিকট সঙ্গত বিষয়।

وَ قَدْ مِتْنَا بِسَيْفٍ مِنْ حَبِيْبٍ عَلٰى ذَرَّاتِنَا تَسْفِى الرِّيَاحُ

যদিও আমি (পূর্ব হতেই) প্রিয়তমের তরবারি দ্বারা মৃত্যু বরণ করেছি। আর বাতাস আমার কণাগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে।

وَ أَيْنَ سُيُوْفُكُمْ؟ يَا شَيْخَ قَوْمٍ! وَحَلَّ بَقَاعَكُمْ حِزْبٌ شِحَاحُ

হে জাতির সম্মানীয় ব্যক্তি! আপনার তরবারি কোথায়? আপনার উঠানে এক হিংস্র জাতির অবতরণ হয়েছে।

وَ صَالَ الْحِزْبُ وَ اخْتَلَسُوْا كَذِئْبٍ وَ لَمْ يَكُ أَمْرُهُمْ اِلَّا اكْتِسَاحُ

সেই জাতি নেকড়ের ন্যায় অতর্কিতে হামলা করেছে। লুট মার ছাড়া তাদের কোন কাজ নেই।

وَ قَدْ صُبَّتْ عَلَيْكُمْ كُلُّ رُزْءٍ فَمَا فِيْ بَيْتِكُمْ اِلَّا الرَّدَاحُ

সকল প্রকার বিপত্তিতে আপনাকে জর্জরিত করা হয়েছে। আর আপনার গৃহে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই।

وَ كَمْ مِّنْ مُّسْلِمٍ ذَابُوْا بِجُوْعٍ وَ عَاشُوْا جَائِعِيْنَ وَمَا اسْتَرَاحُوْا

কতই না মুসলমান অনাহারে হারিয়ে গেলেন এবং অনাহারেই

রইলেন, কোন শান্তি পেলেন না।

وَ بَحْرُ الْعِلْمِ يَعْرِفُ مَوْجَ بَحْرِىْ وَ لٰكِنْ عِنْدَكُمْ مَّاءٌ وَّجَاحُ

শিক্ষার সমুদ্রই আমার সমুদ্রের তরঙ্গ রাশি সম্পর্কে অবগত। কিন্তু আপনার নিকট তো আছে কেবল কর্দমাক্ত জলাশয় মাত্র।

نَظَمْتُ قَصِيْدَتِىْ مِنْ إِرْتِجَالٍ وَ أَيْنَ الْفَضْلُ لَوْلَا الْإِقْتِرَاحُ

আমি তো কেবল কাসিদার রঙে মৌখিক এই কবিতা বলেছি। মৌখিকভাবে যদি না বলতাম তাহলে কিভাবে উৎকর্ষ প্রকাশ পেত?

فَخُذْ مِنِّىْ بِعَفْوٍ كَالْكِرَامِ وَ دُوْنَكَ مَاهُوَا لْحَقُّ الصُّرَاحُ

সুতরাং ভদ্র ব্যক্তির ন্যায় একে আমার নিকট হতে ক্ষমা সুলভ গ্রহণ করুন। প্রকাশ্য সত্যকে গ্রহণ করুন।

وَ إِنْ بَارَزْتَنِىْ مِنْ بَعْدِ نُصْحِىْ فَتَعْلَمُ أَنَّنِىْ بَطَلٌ شَنَاحُ

আমার উপদেশ প্রদানের পরও যদি আপনি আমার সঙ্গে মোকাবেলা করতে চান তাহলে জেনে রাখুন, নিঃশ্চয় আমিই বাহাদূর ও নির্ভীক।

হে আমার ভাই! আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করুন। আপনার অবস্থার প্রতি করুণা করে ও আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমার এই পত্র রচনা। অতএব আপনি এই (পত্রের) মনি মুক্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। এর মধ্যে লুক্কায়িত রহস্যাবলীর প্রতি নজর দিন। আমি শুনেছি আপনার স্বভাব-চরিত্র পছন্দনীয়, আপনার আস্থানায় আশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে, আপনি একজন অভিজ্ঞ, পরোপকারী, বিনয়ী ও অনুগ্রহশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন সাহসী ব্যাক্তি। আপনার সম্পর্কে আমি বিশ্বাসই করি না যে, আপনি পাপের ঘাটে অবতরণ করবেন ও অনুশোচনার অবস্থানে দন্ডায়মান হবেন, অন্যায় ও ঐশী অসন্তোষের রাস্তা অনুসরণ করবেন। অধিকন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনি স্বীয় ভুল হতে ক্ষমার দিকে অগ্রসরমান হবেন। আমি আপনার প্রতি বড়োই আশাবাদী। অতএব আপনি আমার এই সুধারণাকে মান্যতা দান করুন। আল্লাহ্কে ভয় করুন। আমি আপনাকে পুণ্যাত্মাদের বংশজ বলে মনে করি।

(বাস্তবেই) আপনি যদি আমার পুস্তকে উল্লেখিত লেখনী সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়ে থাকেন তাহলে আপনি যে বাস্তবতা সম্পর্কে অপরিচিত ও যার যর্থাথতা অনুধাবনে অক্ষম- তা আমার কাছ হতে জেনে নেওয়াতে অসুবিধা কোথায়? হতে পারে আপনি যাকে কুফরী বাক্য মনে করছেন সেটি হল আল্লাহ্‌র পুস্তক (কুরআন) এর তত্ত্বজ্ঞান ও দ্বীন (ইসলামের) বাস্তবতা। একজন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট যদি সুস্পষ্ট সত্যের বাস্তবতা উন্মোচিত হয়ে যায়, তখন তিনি স্বীয় বিশ্বাস পরিবর্তনে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। সুতরাং উঠুন ও এই প্রবাহমান পবিত্র জলধারা হতে স্বীয় পাত্র ভরে নিন। আমার সর্বশেষ নিবেদন হল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্বজগতের প্রভু ও প্রতিপালক।



Tohfa-e-Baghdad

(in Bengali)

By

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as]

The Promised Messiah & Mahdi